ওয়েদার রেকর্ড

পিনাকী ভট্টাচার্য

www.nagorikpathagar.org

ওয়েদার মেকার

পিনাকী ভট্টাচার্য

সূচীপত্র
ঢাকা-বাংলাদেশ

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সৃজনশীল প্রকাশনায় ৩৪ বছর পেরিয়ে...

প্রকাশক □ সাঈদ বারী
প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন □ ০১৭১১-৫৮৩০৪৯

ওয়েদার মেকার
পিনাকী ভট্টাচার্য

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট ২০২৪
প্রথম সূচীপত্র সংস্করণ □ সেপ্টেম্বর ২০১৯
প্রচ্ছদ □ সাইলেনটেক্সট : আইডিয়া এন্ড ইনফিনিটি
অলঙ্করণ □ রাজীব
বর্ণবিন্যাস □ শাওন কম্পিউটারস্
মুদ্রণ □ এভারগ্রীন প্রেস, ২/৩ মোহিনী মোহন দাস লেন, ঢাকা ১১০০
ভারতে পরিবেশক □ রাজু বুক স্টোর স্টল নং ৭, ব্লক-২, কলেজ স্কয়ার (দক্ষিণ), সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশক □ মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট্স, নিউ ইয়র্ক, www.muktadhara.com,
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক □ সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন,
কানাডায় পরিবেশক □ এটিএন বুক অ্যান্ড ক্রাফ্টস ২৯৭০ ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউ, টরেন্টো
অনলাইন বুকশপ □ www.rokomari.com/sucheepatra

Weather Maker
by Pinaki Bhattacharya
Published by Saeed Bari, *Chief Executive*, Sucheepatra,
38/2Ka Banglabazar Dhaka 1100, Bangladesh.
Ph : (880-2) 01711-583049
e-mail : saeedbari07@gmail.com
www.facebook.com/sucheepatra
Price : BDT. 300.00 Only. US $ 10.00. £ 7.00

মূল্য : ৳ ৩০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-93387-9-6

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও মতামত গ্রন্থকারের নিজস্ব– প্রকাশক

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

যেই তরুণদের আবিষ্কারের
অভ্র দিয়ে বইটি লিখেছি
সেই অনুজপ্রতিম ডাক্তার মেহদী হাসান খান
আর অমনিক্রম ল্যাবকে

www.nagorikpathagar.org

তুমি তাইলে তোমার এই গোবদামার্কা এয়ারকন্ডিশনার নিয়া আমেরিকা যাইবাই?

ঠাণ্ডা চায়ের কাপে একমনে চুমুক দিতে দিতে অসীম বাবু প্রশ্নটা করলেন। ঠাণ্ডা চায়ে অসীম বাবুর আগ্রহ। ঠাণ্ডা চায়ে নাকি পাওয়া যায় চায়ের আসল স্বাদ আর মজা।

এটা এয়ারকন্ডিশনার না, ওয়েদার মেকার। প্রফেসর টাবুল ভারী গলায় বলেন।

ঐ হইলো। এয়ারকন্ডিশনারে ঠাণ্ডা বাতাস হয়, তোমারডাতে না হয় বরফ পড়ে। অসীম বাবু মুখ বাঁকিয়ে বললেন।

এই অসীম বাবু লোকটা চমৎকার। মিরপুরে প্রফেসর টাবুলের ল্যাবরেটরি নেয়ার পর থেকেই এই বয়স্ক লোকটা জুটে গেছেন। সন্ধ্যায় একবার আসা চাই। মগ ভরে চা নিয়ে ঘণ্টাখানেক ধরে ঠাণ্ডা করবেন আর অল্প অল্প চুমুক দিয়ে নানা মজার কথা বলে প্রফেসর টাবুলকে হাসাবেন। অসীম বাবুর তিন কুলে কেউ নেই, সবসময় সাথে থাকে একটা বিশ্বস্ত কুকুর। প্রভুর পাশে বসে জিভ বের করে হাঁপানো তার কাজ। প্রথম যেদিন অসীম বাবু প্রফেসরের বাসায় আসেন সেদিন থেকে এই কুকুরটা সঙ্গী। প্রফেসর একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন,

এটার নাম কী?

কুত্তা। অসীম বাবু নির্বিকারভাবে জবাব দেন।

হ্যাঁ, আমি তো কুত্তাটার নাম জানতে চাইছি। প্রফেসর বলেন।

আরে কইলাম তো 'কুত্তা'। কুত্তাই ওর নাম। দেখ না জিভ বাইর কইরা খালি হাঁপায়। আমার মতো অরও হাঁপানি আছে।

www.nagorikpathagar.org

গত তিন বছরের প্রফেসর টাবুলের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এই ওয়েদার মেকার। এখনো এটা মূল যন্ত্রের একটা ছোট মডেল। বড় মডেল বানাতে গেলে যা টাকা-পয়সার দরকার সেটা জোগাড় করতে হবে, পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, অনেক কাজ। এর মধ্যেই দীর্ঘদিনের বন্ধু ডিকিন্সন ফ্লোরিডার একটা বিজ্ঞান সম্মেলনের আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। সেই সম্মেলনে অন্য বিজ্ঞানীদের সামনে মডেলটা দেখানোও যাবে। তাছাড়া পেটেন্ট, টাকা-পয়সার জোগাড়ের ব্যাপারে ডিকিন্সন সাহায্য করবে বলে জানিয়েছেন। আমন্ত্রণপত্রের সাথে কাতার এয়ারওয়েজের দুইটা রিটার্ন টিকিটও পাঠিয়েছেন। তাই সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছেন প্রফেসর টাবুল।

তোমার ঐ ওয়েদার নাকি কী, ওইডা কি একটু বৃষ্টি নামাইতে পারবো? যা গরম, সিদ্ধ হইয়া গেলাম তো! অসীম বাবু রীতিমতো ঘামতে ঘামতে বললেন।

পারবে, কিন্তু আপনার তাতে কোনো লাভ হবে না। বৃষ্টি হলে আর্দ্রতা বেড়ে যাবে, তাতে আপনার গরম আরো বেশি লাগবে। বরং একটু ঠাণ্ডা করে দেই চারপাশ? এবার একটু কৌতুক নিয়ে প্রফেসর তাকান অসীম বাবুর দিকে।

হায় ভগবান! আমার হাঁপানির শ্বাস উঠবো তুমি জানো; তাড়াইবার চাও তো কইয়া দাও, আমি যাইগা।

অসীম বাবু এবার সত্যি সত্যি উঠে পড়েন। এই ভদ্রলোক ঠাণ্ডায় কাতর। এয়ারকন্ডিশনারের ধারেকাছেও যাবেন না, ফ্রিজ খুলবেন না, ঠাণ্ডা পানি খাবেন না। এতে উনার হাঁপানির টান ওঠে।

আরে দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনার জন্য আমি হিউমিডিটি কমিয়ে দিচ্ছি, গরমের ভাব চলে যাবে।

ওয়েদার মেকারটা একটা ছোট ফ্রিজের সাইজের যন্ত্র। ছয়দিকে মোটা ছয়টা অ্যান্টেনা লাগানো, কয়েকটা কাচের টিউবের মতো জিনিস এঁকেবেঁকে যন্ত্রকে জড়িয়ে আছে। বাইরে থেকে দেখা যায় অসংখ্য সার্কিট। প্রফেসর টাবুল ওয়েদার মেকারের কয়েকটা নব ঘুরিয়ে, কয়েকটা সুইচ টিপে, কয়েকটা লিভার টেনে যন্ত্রটা স্টার্ট করে দিলেন। একটা মৃদু ঝুমঝুম গুঞ্জন তুলে ওয়েদার মেকার চলতে শুরু করলো। টিউবগুলোর মধ্যে জ্বলতে থাকলো সবুজ আলোর বিচ্ছুরণ। কিছুটা অবিশ্বাস নিয়ে অসীম বাবু আবার বসে পড়লেন।

এইডা কী হইলো মশাই। এসব হিউমিডিটি-টিউমিডিটি কী আবার। আমি চাই বৃষ্টি আর উনি আছেন তার যন্ত্র দিয়া যন্ত্রণা দিতে। আরে বাবা, আমারে যে তুমি মাঝে মাঝে গিনিপিগ বানাও সেইডা কি এই পাবলিক বোঝে না? একমনে গজগজ করতে থাকেন অসীম বাবু।

www.nagorikpathagar.org

এই লোকটাকে দেখতে দেখতে পছন্দ করে ফেলেছেন প্রফেসর। সরল, কিছুটা খ্যাপাটে ধরনের নির্বিবাদী মানুষ, বয়সে প্রফেসরের চাইতে বছর বিশেক বেশিই হবে। প্রফেসর টাবুলের এখন ৪৫ চলছে, সে হিসেবে অসীম বাবুর বয়স তো ৬৫ হওয়ারই কথা। ওয়াদার মেকার ভালোই কাজ করছে, গরমটা সহনীয় হয়ে এসেছে। অসীম বাবুর ঘাম কমেছে, তার কুকুর হাঁপানো বন্ধ করে এদিক-ওদিক দেখছে।

এই কাজটা তুমি ভালো করছো। আমারে একটা ওয়েদার মেকার বানায় দিয়ো। এই কুত্তার ঘরে লাগায় দিবো। দেখ না হাঁপানো বন্ধ হলো। অসীম বাবু বলেন।

আপনারও তো হাঁপানি আছে, আপনিও একটা নেন, বানিয়ে দেই? প্রফেসর বলেন।

আরে না, আমার হাঁপানি তো কুত্তার চাইতে কম। আমারে ওর মতো জিব্বা বাইর কইরা হাঁপাইতে দেখছো? অসীম বাবু বলেন।

সব ককুরই তো জিভ বের করে হাঁপায়। ওদের শরীরের পানি জিভ দিয়ে বের করে দিয়ে শরীর ঠাণ্ডা করে, জিভ বের করাটা হাঁপানির জন্য নয়। প্রফেসর বলেন।

আরে রাখো। এই কুত্তা বেশি হাঁপায়। একটা আস্ত বজ্জাত। আমারে খুঁইজা খুঁইজা বাইর করছে। যেই দেখছে আমার হাঁপানি অমনি ঘাড়ে পড়ছে; বজ্জাত বুঝছে আমি ওর হাঁপানির কষ্ট বুঝি।

হিউমিডিটিটা একটু বেশিই কমে গেছে, গায়ের চামড়া খসখসে হয়ে গেছে, ঠোঁট ফেটে যাচ্ছে, নাকের ভেতরে জ্বলছে। প্রফেসর তাই ওয়েদার মেকারটার সুইচ টিপে বন্ধ করে দিলেন।

আচ্ছা তুমি ঝড় দেখাইলা, বৃষ্টি দেখাইলা, বরফ তো দেখুম না কইয়া দিছি। আর কী কী পারে তোমার এই যন্ত্রণা? অসীম বাবু বললেন।

'যন্ত্রণা' মানে। এটাকে আপনার যন্ত্রণা মনে হচ্ছে? প্রফেসর কপট রাগ দেখান।

আরে না, আমি কইছি 'যন্ত্র' না। মানে হইল এইটা কোনো যন্ত্র হইবার পারে না, এইডা হইতেছে ভগবানের একেবারে ডাইরেক্ট গিফট। তোমারে তো আমেরিকা কলির অবতার বানাইয়া সকাল-বিকাল পূজা দিবো। যে যন্ত্র বানাইছো একটা। পরিতৃপ্তির হাসি দেন অসীম বাবু।

আমার পূজোর দরকার নাই অসীম বাবু, পেটেন্টের কাজটা হয়ে গেলে আমি ফিরে আসবো। যারা মডেল দেখবে তাদের মধ্যে অনেকেই মূল যন্ত্র বানানোর মতো টাকা-পয়সা দেয়ার জন্য আগ্রহ দেখাবে। ওদের সাথে কথাবার্তা আমি

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

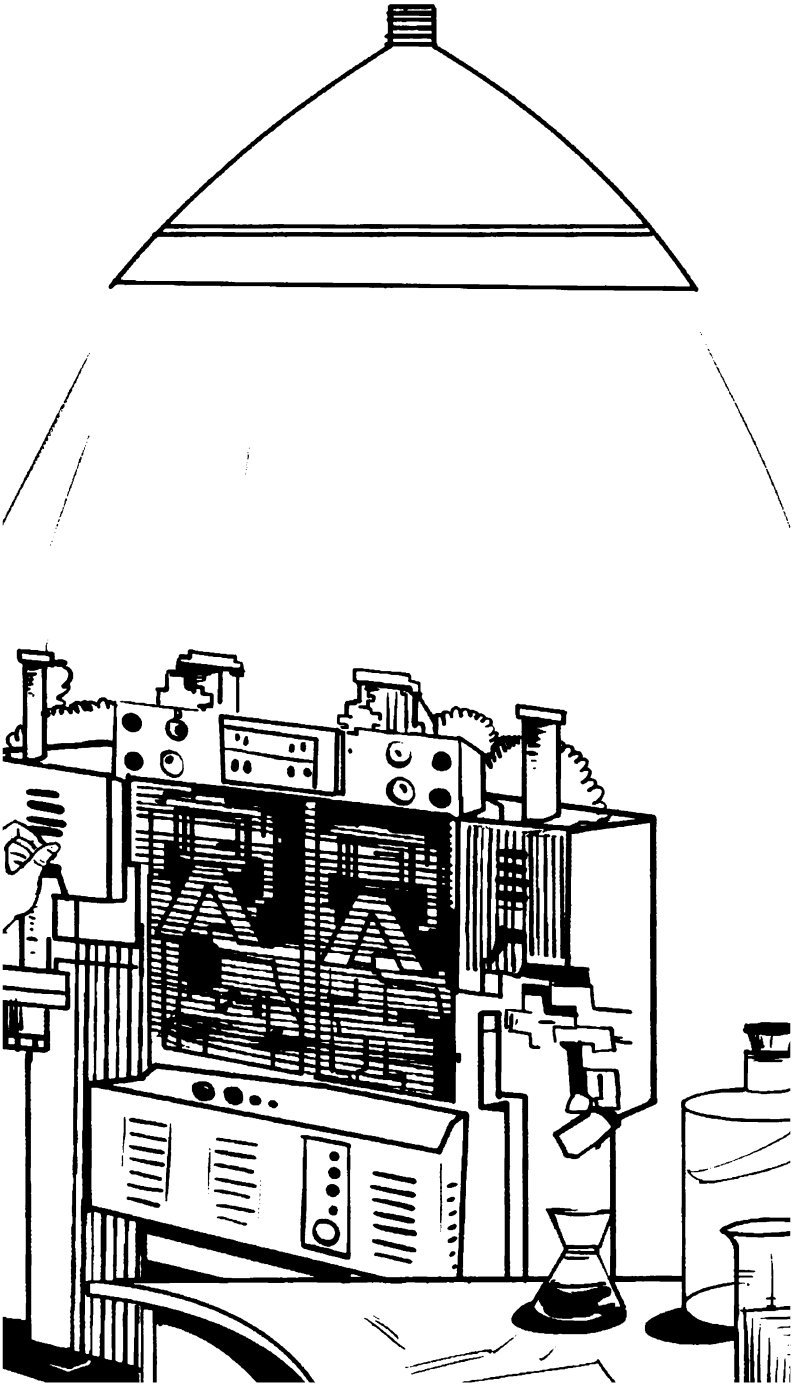

www.nagorikpathagar.org

সেদিনই সেরে ফেলবো।

আরে, তুমি তো হইলা সেই দিনের পোলা। তুমি আমেরিকারে চেনো কাঁচকলা। অইডা হইলো খাটাশের দ্যাশ। যখন দেখবো তোমার মেশিনে লাখ লাখ টাহা, আরে থুক্কু আরে কই কী, আরে কী যেন কই, বিলাই না কী...।

বিলিয়ন। প্রফেসর সূত্র ধরিয়ে দেন।

হ হ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আসবো, তখন দেখবা, তোমারে ভুলায়া-ভালায়া এডা হাতাইয়া নিছে। আর তুমি পাইবা কাঁচকলা। অসীম বাবু বিজ্ঞের মতো বলেন।

আপনিও চলুন না, আমার সাথে? এবার প্রফেসর মনের কথাটা বলেন।

আমি! তোমার মাথা খারাপ হইছে? এই কুত্তারে কে দেখবো? আমার পাসপোর্ট নাই। ডোনাল্ড ট্রাম্প কী আমার দুলাভাই লাগে যে, আমেরিকানরা আমারে ভিসা দিবো? আর আমারে নিয়া তুমি করবা কী? আমি কী জানি এই যন্ত্রের? অসীম বাবু চরম বিরক্তির সঙ্গে কথাগুলো বললেন।

আপনি যাবেন আমার সহকারী হিসেবে। আমি ডিকিন্সনকে বলে আপনার জন্যও একটা আমন্ত্রণপত্র আনিয়ে নিয়েছি, টিকিটও পাঠিয়েছে দুটো। আজকেই আপনার পাসপোর্ট করতে দেয়া হবে, কালকে পাসপোর্ট পেয়ে যাবেন, পরশু আপনার ভিসা অ্যাপ্লিকেশন দেয়া হবে। ডিকিন্সন আমেরিকার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, সে বিশেষ অনুরোধ করে রেখেছে এখানকার এম্ব্যাসিকে, আপনার ভিসা বিদ্যুৎগতিতে হয়ে যাবে। আর আপনার কুত্তাও সাথে যাবে, তবে ওর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে প্রফেসর থামলেন।

তুমি কইলেই হইলো, আমেরিকা হইলো কঠিন ঠাণ্ডার দ্যাশ, বৃষ্টির মতন বরফ পড়ে, মাইনষে বস্তা গায়ে দিয়া কামে যায় আর তুমি সেইখানে এই হাঁপানির রোগী আর কুত্তাটারে নিয়া মাইরা ফেলাইবার চাও? শেষের কথাগুলো খুব জোরের সাথেই বললেন অসীম বাবু।

আমরা যাচ্ছি ফ্লোরিডায়। ওখানকার ওয়েদার আমাদের মতোই গরম, ওখানে বরফ-টরফ পড়ে না। আপনার কোনো চিন্তা নাই। প্রফেসরের শান্ত উত্তর।

অসীম বাবু আপাতত শান্ত হয়েছেন। হাত পিছনে মুঠ করে পায়চারি করছেন আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে তার মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করছেন। প্রফেসর নিবিষ্ট মনে কী যেন লিখছেন। অসীম বাবুর কুত্তাটাও উসখুস করছে। বোধ হয় খিদে পেয়েছে।

পাসপোর্টের কী হইবো?

www.nagorikpathagar.org

প্রফেসর বুঝলেন অসীম বাবু যেতে রাজি হয়েছেন।

আপনার ছবি তো আছে আমার কাছে, আপনি শুধু এই ফরমটা পূরণ করে পাঠিয়ে দিয়েন আমার কাছে। প্রফেসর একটা ফরম এগিয়ে দিয়ে বলেন।

আমি আজ তাইলে যাইগা। একটু বুইঝা লই।

অসীম বাবুর প্রস্তাবে প্রফেসর মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন। এখনই একটা গুরুত্বপূর্ণ ই-মেইল করতে হবে ডিকিন্সনকে। ডিকেন্সন জানিয়েছেন ওয়েদার মেকারের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্মেলন কমিটিকে পাঠাতে হবে। আপাতত একটা ছোট বর্ণনা পাঠালেই চলবে যদি কোনো সংযোজন প্রয়োজন হয় তবে ডিকিন্সন সেটা করে নেবে।

প্রফেসর লিখলেন:

প্রিয় ডিকিন্সন,

তোমার আমন্ত্রণ এবং সকল ব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ। আশা করি আমেরিকায় আমাদের অবস্থান আনন্দময় হবে। ওয়েদার মেকার তৈরি হয়েছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূত্র অবলম্বন করে। তুমি জানো অতি ক্ষুদ্র কোনো কণার অবস্থান এবং গতি নির্ধারিত হয় পর্যবেক্ষককে দিয়ে। কোনো নির্দিষ্ট আবহাওয়ার জন্য বাতাস এবং জলীয় কণার একটি নির্দিষ্ট দশা বা অবস্থার প্রয়োজন। কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুসারে বাতাস এবং পানির কণা প্রত্যেকটি একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে তার সম্ভাব্য সব দশার একটা মিলিত অবস্থায় থাকে। এর মানে প্রত্যেকটি অবস্থান একই সাথে ঠাণ্ডা, গরম, শান্ত, ঝড়ো, শুষ্ক, আর্দ্র অবস্থায় থাকে। তোমার পর্যবেক্ষণ কণা তোমার কাঙ্ক্ষিত দশা নির্দিষ্ট করে দেবে যদি তুমি এক বর্গইঞ্চি পরিমাণ স্থানে সকল কণার অবস্থান অথবা গতি জানো তবে তুমি সেই স্থানে যে ধরনের আবহাওয়া চাও ওয়েদার মেকার বাতাস এবং পানির কণার কাঙ্ক্ষিত দশা অঙ্ক কষে বের করে পর্যবেক্ষণ কণা পাঠিয়ে ঐ পরিমাণ স্থানে অবস্থিত সকল কণার সেই কাঙ্ক্ষিত দশা নির্দিষ্ট করে দেবে। তুমি নিশ্চয় ভাবছো এই বিপুল কর্মের জন্য যে শক্তি প্রয়োজন তা কোথা থেকে পাচ্ছি। আমার যন্ত্রটি এখন একটি মডেল এবং মাত্র ১০ ফুট ব্যাসার্ধের ক্ষুদ্র একটি বৃত্তাকার স্থানে এটা কাজ করে, শক্তি নেয় কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশন থেকে। শক্তির এই সোর্স ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে মহাবিশ্বের সবখানে এই এনার্জি পাওয়া যায়।

সংক্ষেপে এই আমার নতুন উদ্ভাবন। আমার মনে হয় এই যন্ত্রের বিপুল সম্ভাবনা আছে কৃষি, বিমান চলাচল, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এসব জ্বলন্ত ইস্যু মোকাবিলায়।

www.nagorikpathagar.org

তোমার মতামত জানাবে।

আজ এই পর্যন্তই।

তোমার উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম।

তোমার একান্ত–

টাবুল।

www.nagorikpathagar.org

তুমি যে কইলা আমি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট! কথাডা কি ঠিক হইলো? মিছা কথা আমার চইক্ষের বিষ। সকালে ঘরে ঢুকেই বাণী দিলেন অসীম বাবু।

আপনিই তো বলেন আমার সব পরীক্ষার গিনিপিগ আপনি। এছাড়া আপনি ওয়েদার মেকারের সব পরীক্ষার সময় ছিলেন, সাধ্যমতো সাহায্য করেছেন; এটা তো মিথ্যা নয়। বই থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিলেন প্রফেসর।

তা অবশ্য ঠিক কইছো। কিন্তু আমার তো ইংরেজির দৌড় বাথরুম পর্যন্ত। আমারে দিয়া তোমার হইবো কি না বুঝতাছি না।

বাথরুম পর্যন্ত মানে? এবার প্রফেসর বই থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

মানে বুঝলা না? বাথরুমে আমরা পুরাই বিদেশি। বাথরুমে আমরা বাংলা বাইরে ফালাইয়া ঢুকি। বাথরুমে ঢুকলা তো কমোড, বেসিন, টয়লেট পেপার, আবার শুনছি পানিও নাকি বাংলা শব্দ না। পোলাপান তো হাগা লাগলে কয় টয়লেট লাগছে! আরে তোর লাগছে হাগা, তুই কইবি হাগমু, তা না, কয় টয়লেট করমু। দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে অসীম বাবু পরিতৃপ্ত হয়ে বসলেন।

এর মধ্যে অসীম বাবুর বিখ্যাত ঠাণ্ডা চা এসে গেছে। এখন এটা ঘণ্টাখানেক ধরে ঠাণ্ডা হবে। তারপর অসীম বাবু তৃপ্তি নিয়ে ঠাণ্ডা চা পান করবেন, আর মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়বেন আহ্ আহ্ বলে।

আপনাকে তাহলে বাথরুমের বাইরের কিছু ইংরেজি শিখিয়ে দেই। যখন কারো সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো আপনি বলবেন–হাও আর ইয়্যু? দিস ইজ অসীম।

www.nagorikpathagar.org

যার সাথে পরিচয় হলো সে বলবে দিস ইজ অমুক, প্লিজড টু মিট ইয়্যু। আপনি তখন বলবেন মি টু। খুব সহজ। আর যন্ত্র নিয়ে যদি কেউ কিছু জানতে চায়, বলবেন–উই কান্ট গিভ ইয়্যু ফারদার ডিটেল। প্রফেসর বললেন।

এবার অসীম বাবু তার প্র্যাকটিস শুরু করলেন। তার প্রথম শ্রোতা হলো প্রিয় কুকুর।

হাও আর ইয়্যু? দিস ইজ অসীম।

দিস ইজ কুত্তা, প্লিজড টু মিট ইয়্যু।

মি টু।

উই কান্ট গিভ ইয়্যু ফারদার ডিটেল।

কুত্তা হাঁপানো ভুলে অসীম বাবুর ইংরেজি চর্চা দেখতে থাকলো। ডিকিন্সনের ই-মেইলের জবাব এসেছে, প্রফেসর মন দিয়ে পড়ছেন।

প্রিয় টাবুল,

তোমার যন্ত্রটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। সম্মেলন কমিটির সামনে উপস্থাপনের জন্য আরো কিছু তথ্য প্রয়োজন। ইউক্রেন থেকে লিওনিদ নামে এক বিজ্ঞানী সম্মেলন কমিটিকে এই রকমের একটা যন্ত্র তৈরি করেছে বলে জানিয়েছে। সেক্ষেত্রে আমি আশঙ্কা করছি তোমার পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন দ্রুত জমা না দিলে লিওনিদ এই যন্ত্র আবিষ্কারের কৃতিত্ব আগেই দাবি করতে পারে। সেটা খুব দুঃখজনক হবে। পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের বিস্তারিত তো তোমার জানাই আছে, আমাকে দ্রুত তোমার যন্ত্রের ডিটেল ডিজাইন পাঠাও যেন আমি তোমার পক্ষে দ্রুত পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়ে দিতে পারি। সম্মেলন কমিটিও তোমার ডিটেল ডিজাইন দেখতে চেয়েছে, অবশ্য তারা লিওনিদের কাছেও একই চিঠি লিখেছে।

তোমাদের থাকবার আয়োজন সু-সম্পন্ন হয়েছে। কুকুর নিয়ে থাকতে দেয় এমন হোটেলের সংখ্যা খুব বেশি নয়, তবুও তোমার অনুরোধে এমন হোটেলেই থাকার আয়োজন করা হয়েছে।

তোমার আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। অনেক গল্প জমা হয়ে আছে।

তোমার অকৃত্রিম বন্ধু–

ডিকিন্সন

চিঠিটা পেয়ে প্রফেসর ভুরুটা কুঁচকে রইলেন কিছুক্ষণ। এই লিওনিদটা আবার

www.nagorikpathagar.org

কে? শেষ মুহূর্তে এসে আবার গণেশ উল্টে না যায়। স্যার জগদীশ বসুর বেতার আবিষ্কারের মতো একটা ঘটনা আবার ঘটতে যাচ্ছে না তো?

ওদিকে ইংরেজি প্র্যাকটিস চলছে।

হাউ আর ইয়্যু? দিস ইজ অসীম।

দিস ইজ কুত্তা, প্লিজড টু মিট ইয়্যু।

মি টু।

উই কান্ট গিভ ইয়্যু ফারদার ডিটেল।

www.nagorikpathagar.org

আরে আমি তো মিয়া তোমার কল্যাণে বিখ্যাত হইয়া গেলাম। দিগ্বিজয়ীর মতো ভাব করে অসীম বাবু ঘরে ঢুকলেন।

কেন, কী হয়েছে? প্রফেসর বই থেকে চোখ না তুলে জানতে চান।

আমার সাক্ষাৎকার লণ্ডনের লাইগা সাংবাদিক আইছিল। অসীম বাবু এবার বিগলিত।

বলেন কী! কোন পত্রিকা? প্রফেসর তড়াক করে উঠে দাঁড়ান।

আরে অতশত আর এই বুইড়া বয়সে মনে থাকে নাকি? এই যে একটা কার্ড দিয়া গ্যাছে। একটা ভিজিটিং কার্ড প্রফেসরের দিকে এগিয়ে দেন অসীম বাবু।

কার্ডটি নিয়ে চিন্তিত মুখে কয়েকটা ফোন করলেন প্রফেসর। অসীম বাবু উৎকণ্ঠিত হয়ে কথোপকথন শোনার চেষ্টা করতে থাকলেন। মাঝে মাঝে আচ্ছা, ও আই সি, অবাক বিষয়; এসব টুকরো কথা ভেসে আসতে থাকলো। ফোন শেষ করে আরো চিন্তিত মুখে প্রফেসর এসে অসীম বাবুর সামনে বসলেন।

বহুত পেরেশান হইলা মনে হইতাছে? অসীম বাবুর প্রশ্ন।

হ্যাঁ, তা একটু। আপনি যে ভদ্রলোকের কার্ড দিলেন, তিনি এখন বিদেশে। সম্পাদকের সাথে কথা হলো। প্রফেসর বললেন।

তাইলে ঐ বেডা পুরাই ভুয়া?

শুধু ভুয়া নয়, মতলববাজ এবং শয়তান প্রকৃতির লোক। কোনো ভয়ংকর উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে।

সর্বনাশ! কও কী? হায় ভগবান এই বুইড়া বয়সে কিসের মধ্যে ফেলাইলা!

www.nagorikpathagar.org

আমাগো পিছু নিব ক্যান? আমরা কী করলাম?

ঐ যে 'যন্ত্রণা' দেখতে পাচ্ছেন যেটা নিয়ে আমরা আমেরিকাতে পেটেন্ট করতে যাচ্ছি, ঐটার জন্য। ঐ ভুয়া সাংবাদিক আপনাকে কী কী প্রশ্ন করলো? প্রফেসর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

এই কইলো, প্রফেসর সাহেব তো আপনাকে বড় ভাইয়ের মতন রেসপেক্ট করে।

আর আপনি এই মিষ্টি কথায় ভুলে গেলেন? আমি যে আপনাকে বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করি সেটা অন্য আরেকজনের কাছে শুনে বিশ্বাস করতে হবে? প্রফেসরের গলায় কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ পায়।

চ্যাতো ক্যান? আমি সরল-সুজা মানুষ, তোমাগো এই প্যাঁচগোছ বুঝি না। অসীম বাবুর কণ্ঠে অভিমান ঝরে পড়ে।

আর কিছু জানতে চাইলো না? প্রফেসর আবার জানতে চান।

হ জিগাইছে। তুমি তো আবার শুইনা চেইতা উঠবা।

রেগে তো এখন কোনো লাভ নাই। বলুন, বিষয়টা জানা জরুরি।

জিগাইলো, যন্ত্রটা কত বড়, কী কী হয়, ক্যামনে চালায়, দ্যাখতে ক্যামুন, কত টাকা লাগছে, যন্ত্রটার ছবি আছে কিনা এই সব।

প্রফেসর গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। একদিকে লিওনিদের পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে তাড়াহুড়া, আরেকদিকে এই গোয়েন্দাগিরি বিষয়টা খুব সুবিধার ঠেকছে না।

অসীম বাবু, আমাকে একটু বেরুতে হবে। কালকে সময়মতো তৈরি থাকবেন; আপনাকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যাবো। হাতে করে একটা হাল্কা শীতের কাপড় নেবেন, বাইরে গরম থাকলেও এয়ারপোর্ট আর প্লেনের ভেতর একটু ঠাণ্ডা লাগে। আর একটু সাবধানে থাকবেন, এমন উটকো লোকের সাথে কথা বলবেন না।

কুত্তার কী হইবো তা তো কইলা না? অসীম বাবু প্রশ্ন করেন।

ওকেও সাথে নেবেন। এয়ারপোর্টে গিয়ে ব্যবস্থা হবে।

যাবার আগে প্রফেসর ডিকিন্সনকে ই-মেইল করলেন।

www.nagorikpathagar.org

প্রিয় ডিকিন্সন,

শুভেচ্ছা রইলো।

আমরা কাল রওনা দিচ্ছি। ডিটেল ডিজাইনটা এখনো তৈরি হয়নি। একটা ব্রিফ ডিজাইন পাঠালাম। পরশু পৌঁছে পেটেন্টের বিষয়ে কথা হবে। লিওনিদ নামটা আগে কখনো শুনিনি, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন? এদিকে একজন ভুয়া পরিচয়ে সাংবাদিক সেজে যন্ত্রের খোঁজখবরের জন্য আমার সহকারীর বাসায় হানা দিয়েছিল। বিষয়টা আমার জন্য একটু অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। তুমি কি এয়ারপোর্টে থাকছো?

তোমার একান্ত–

টাবুল

ই-মেইলটা পাঠিয়ে একগাদা কাগজপত্র নিয়ে নিজেই গাড়ি চালিয়ে প্রফেসর চললেন ডিএইচএল অফিসে। বড় একটা ডকুমেন্ট পার্সেল করে বাসায় ফিরেই ডিকিন্সনের উত্তর পেলেন। ডিকিন্সন লিখেছে:

প্রিয় টাবুল,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব শঙ্কা বোধ করছি। কেন জানি মনে হচ্ছে বাংলাদেশে তোমার যন্ত্র খুব বেশি নিরাপদ নয়। আমি তোমার পাঠানো ডিজাইন সম্মেলন কমিটিকে দিয়েছি। সম্মেলনে তোমার যন্ত্রটি যেন 'বেস্ট ইনোভেশন' সেশনে যায় তার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। তুমি তো জানো এই সেশনে থাকতে হলে অনেক বেশি রিকমেন্ডেশন প্রয়োজন হয়। আমি অনেকগুলো রিকমেন্ডেশন ইতিমধ্যেই জোগাড় করেছি, কয়েকজন যন্ত্র সম্পর্কে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন আমাকে করেছে, এগুলোর উত্তর দরকার। তুমি আমেরিকাতে পৌঁছুলে এ নিয়ে আলাপ করা যাবে। যন্ত্রটা দেখার ইচ্ছা আছে। আমি অবশ্যই নিজে তোমাকে রিসিভ করবো।

তোমার নিরাপদ আর আনন্দময় ভ্রমণ কামনা করছি।

তোমার অকৃত্রিম বন্ধু–

ডিকিন্সন

www.nagorikpathagar.org

চার

ঘাবড়াইয়ো না প্রফেসর, তোমার কোনো ক্ষতি হইবো না, ভগবান আছেন। অসীম বাবু তার কুকুরের জন্য নতুন কেনা হারনেস লাগাতে লাগাতে বললেন।

অসীম বাবুর কুত্তা বেশ গম্ভীর হয়ে তার উচ্চ শ্রেণিতে উত্তরণ উপভোগ করছে বলে মনে হচ্ছে। হারনেস লাগানো শেষ হলে প্রফেসর অসীম বাবুকে দেখিয়ে দিলেন কীভাবে গলার দড়ি ধরে রাখতে হয়, ছাড়তে হয়।

এই কুত্তা তো সাহেব হইয়া গেল প্রফেসর। আইচ্ছা, কুত্তার হাগা-মোতার কী ব্যবস্থা হইবো। হেয় তো হাগা লাগলে বাইরে দৌড়ায়। এখন তো আমারে টাইনা নিয়া যাইবো। আর মাইনষের পায়ে ঠ্যাং উঠাইয়া মুইতা দিলে কিছু কইতে পারবা না প্রফেসর, আগেই কইয়া দিলাম।

এয়ারপোর্ট পর্যন্ত সামলে রাখুন। তারপর দেখা যাবে। এবার চলুন। এয়ারপোর্টে অনেক সময় লাগবে। বাক্স-প্যাটরা তো কম হয়নি। আবার আপনার মহামান্য কুকুরের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। প্রফেসর তাগাদা দিলেন।

একটা বড়সড় পিকআপ জোগাড় করেছেন প্রফেসর টাবুল। ওয়েদার মেকারটাকে বাক্সবন্দি করা হয়েছে। একটা মাঝারি আকারের ফ্রিজের সমান জায়গা নিয়েছে। এটার জন্য অতিরিক্ত কত টাকা ভাড়া গুনতে হয় কে জানে? মালপত্র টানাটানির জন্য প্রফেসরের বাসার লোকজন আছে। এয়ারপোর্টে মাছের বাজারের মতো ভিড়, অসংখ্য মানুষ, এত মানুষ আনন্দিত হয়ে মানুষজনের বিদেশ যাত্রা দেখছে। বাংলাদেশের মানুষের সবকিছুতেই আনন্দিত হওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। অসীম বাবু সব কিছুতেই বিস্মিত হচ্ছেন। জীবনে প্রথমবার এয়ারপোর্টে আসা, প্রথমবার বিদেশ যাত্রা, অসীম বাবুর উৎসাহের অন্ত

www.nagorikpathagar.org

নাই। ইমিগ্রেশনের পাট চুকিয়ে লাউঞ্জে হাত-পা ছড়িয়ে বসে প্রফেসর অসীম বাবুকে বললেন,

আপনার কি স্যার জগদীশ বসুর ব্যাপারটা জানা আছে?

হ জানি তো, হেয় তো আমাগো বিক্রমপুরের পোলা।

আরে না, সেই বেতার আবিষ্কারের কাহিনী আর সেই কৃতিত্ব মার্কনি সাহেবের দখল করা নিয়ে?

হ জানি, আমাগো বিক্রমপুরের পোলা বেতার আবিষ্কার করছিল। হেইডা এক সাহেব মাইরা দিছিল।

আজকে যোগাযোগের যে বিশাল জগৎ, স্যাটালাইট, মোবাইল এই সব কিছুই তরঙ্গের ট্রান্সমিশন। আর এর জনক আপনার বিক্রমপুরের পোলা। যে সেমি-কন্ডাক্টর দিয়ে মার্কনি আটলান্টিকের আরেক পারে সিগন্যাল পাঠিয়েছিলেন সেটা ছিল জগদীশ বোসের তৈরি। আসলে সেমি কন্ডাক্টর দিয়ে রেডিও ট্রান্সমিশন এই কনসেপ্টটা পুরোটাই স্যার বোসের। স্যার বোস সব সময় মানব কল্যাণে তাঁর গবেষণার ফল কাজে লাগানোর পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু পৃথিবী তখন সব কিছুতেই মুনাফা খুঁজছে, এই বেহায়া মুনাফালোভীরা স্যার বোসকে টাকা-পয়সা দিয়ে প্রলুব্ধ করতে না পেরে মার্কনিকে বেছে নেয়। মার্কনি চাতুরী করে বলেন, এই সেমি-কন্ডাক্টর তাকে দিয়েছে ইতালিয়ান নেভি। এর আগেও মার্কনি তার কোম্পানির এমডি মেজর স্টিফেন ফ্লাডকে পাঠায় স্যার বোসের বেতার যন্ত্রের ডিজাইন নিতে। স্যার বোস দুঃখ করে এই ঘটনায় রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছিলেন। আমি এই চিঠির বাংলা একটা কপি সাথে এনেছি। আপনি পড়বেন?

পড়ুম। দাও তো দেখি?

নিন। একটা ভাঁজ করা কাগজ প্রফেসর এগিয়ে দেন অসীম বাবুর দিকে।

অসীম বাবু জোরে জোরে পড়তে শুরু করলেন:

"আমার বক্তৃতার কয়েকদিন আগে বিখ্যাত এক টেলিগ্রাফ কোম্পানির একজন কোটিপতি মালিক আমার সাথে দেখা করার জন্য একটা জরুরি টেলিগ্রাফ পাঠায়। উত্তরে আমি জানালাম যে, আমার দেখা করার সময় নাই। সে জানালো যে, সে নিজেই দেখা করতে আসছে আমার সাথে। অল্প সময়ের মধ্যেই সেই ভদ্রলোক এলেন। উনার হাতে একটা পেটেন্ট ফরম। অনুনয়-বিনয় করে বলতে থাকলেন যেন আমি সেদিনের বক্তৃতায় আমার গবেষণার কোনো ফল না জানাই। 'তোমার এই আবিষ্কারে অনেক টাকা আসবে-তোমার হয়ে আমাকে

www.nagorikpathagar.org

পেটেন্ট করার অনুমতি দাও। তুমি জানো না কত টাকা তুমি হেলায় পায়ে ঠেলছো, আমি টাকা দেবো আর তুমি লাভের অর্ধেক পাবে ইত্যাদি ইত্যাদি'।

এই কোটিপতি মুনাফার জন্য ভিক্ষুকের মতো আমার কাছে হাত পেতেছিল সেদিন। বন্ধু তুমি হয়তো দেখেছো অর্থের জন্য এই দেশে কেমন লোভ আর লালসা। টাকা, টাকা আর টাকা। কী বীভৎস আর সর্বগ্রাসী লালসা! আমিও যদি এই সর্বগ্রাসী ফাঁদে পড়ে যাই আর বেরুবার কোনো রাস্তা পাবো না। দেখো, আমি যেসব গবেষণা করেছি তার কোনোটাই বাণিজ্যিক মুনাফার জন্য নয়। আমারও বয়স হচ্ছে, যা কিছু করার ইচ্ছে ছিল সব পারবো কিনা জানি না। তাই সেই ভদ্রলোকের বাণিজ্যের প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করেছি।"

চিঠিটা পড়া শেষ করে অসীম বাবু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন।

এইডা তুমি আমারে কী পড়াইলা প্রফেসর! আমাগো বিক্রমপুরের পোলা তো একটা দেবতা আছিল। তাঁর লগে এমুন বেইমানি করলো, আর কেউ কিছু কইলো না! তুমি কি আমাগো এই যন্ত্র নিয়া এমুন কিছু হইতে পারে ভাবতাছ?

হু, আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। আপনার কাছে ভুয়া সাংবাদিক আসাটা সে কারণেই এক ধরনের অস্বস্তি তৈরি করেছে।

প্লেনে ওঠার সময় হয়ে গেছে। বোর্ডিংয়ের জন্য অ্যানাউন্স করছে। প্রফেসর আর অসীম বাবু প্লেনে উঠে বসলেন।

তুমি ঠিক প্লেনে উঠলা তো প্রফেসর? আমেরিকা নামাইতে গিয়া আবার আমাগো আফগানিস্তানে না নামাইয়া দেয়। খিয়াল রাইখো।

আমাদেরকে প্রথমে নেবে দোহাতে, তারপর লন্ডন, তারপর নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত জে এফ কে এয়ারপোর্ট, তারপর ফ্লোরিডা। আমেরিকা অনেক দূর অসীম বাবু।

কও কী? পিংপং বলের মতো ড্রপ খাইতে খাইতে যামু আমরা?

হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা।

আইচ্ছা, কুত্তাডারে ওরা কী করছে জানো নাকি?

ও আপনার-আমার চাইতে ভালো আছে। খাচ্ছে-দাচ্ছে-ঘুমাচ্ছে। আমরা ওকে ফেরত পাবো ফ্লোরিডা গিয়ে। ততক্ষণ সে কাতার এয়ারওয়েজের সম্মানিত অতিথি।

প্রফেসর, তুমি কিন্তু আমারে কও নাই যে প্লেনে হু হু কইরা এসি চলে। আমি তো ঠাণ্ডায় কাইত হইয়া গেলাম।

www.nagorikpathagar.org

আপনাকে তো হাল্কা গরম কাপড় এই জন্যই আনতে বলেছিলাম। এখন এই কম্বলটা গায়ে দিন, ঠাণ্ডা চলে যাবে। চাইলে ওরা আরো কম্বল দিয়ে যাবে।

প্রফেসর এয়ারহোস্টেজ ডেকে এক কাপ চা দেওয়ার অনুরোধ করলেন। সাথে সাথেই চা এসে গেল। ইশারায় অসীম বাবুর সামনে চা রাখতে বললেন প্রফেসর।

আমি এহন চা খামু না। অসীম বাবু বলেন।

এখন খাওয়ার জন্য তো দেয়া হয়নি, আপনি এক ঘণ্টা পরে খাবেন ততক্ষণ ঠাণ্ডা হোক। তবে একটা শর্ত আছে, চা খেতে খেতে আহা, আহা করতে পারবেন না।

ও তোমার এইডা অপছন্দ, তা আগে তো কও নাই!

পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার না। প্লেনে অন্যরা আছেন তাঁরা বিব্রত হতে পারেন; কেউ কেউ হয়তো ঘুমুচ্ছেন, তাদের অসুবিধা হতে পারে, সেই জন্য বলা।

হোয়াট ডু ইয়্যু লাইক টু হ্যাভ স্যার ফর ডিনার? এক এয়ারহোস্টেজ বিগলিত ভাব নিয়ে অসীম বাবুকে জিজ্ঞেস করে।

আপনি ডিনারে কি খেতে চান তা জানতে চাইছে। প্রফেসর বুঝিয়ে বলেন।

আহা, অগো সেবা দ্যাখলে মনডা ভইরা যায়। আমি খামু চিকন চাউলের ভাত, পাবদা মাছের ঝোল, ইলিশ মাছের ডিম, ঘন মুগের ডাইল আর খাওনের শ্যাষে ক্ষিরসা, ক্ষিরসা না থাকলে দই দিলেও চলবো।

আপনাকে এসব দিতে পারবে না, ওদের মেন্যু আছে, সেই মেন্যুর মধ্যে থেকেই বাছতে হবে। এই যে মেন্যু। একটা ছাপানো মেন্যু অসীম বাবুর দিকে এগিয়ে দেন প্রফেসর।

ও আচ্ছা; সেইডা কইলেই হয়। আমি ভাবছি অর্ডার নিয়া রাইন্দা দিবো। তুমি বাইছা দাও আমি পারুম না।

পরিপাটি গরম ভাপ ওঠা খাবার এলো। খাবারের ঢাকনা তুলে অসীম বাবু বিস্ময়ে হতবাক।

এইডা কি প্রফেসর? চামুচের মতন বাটিতে তরকারি, কাপের মতন পাতে ভাত। ছোটলোকের কাজ-কারবার।

এর মধ্যে ছোটলোক-বড়লোক কী দেখলেন? প্রফেসর বলেন।

প্রফেসর, তুমি দ্যাখবা, মানুষডা যত সরল, খাওনের ব্যালায় ফ্যাশন করে না।

www.nagorikpathagar.org

কৃষক-মজুররে দ্যাখবা গামলায় ভাত লইয়া খাবলাইয়া খাবলাইয়া খায়। অগো মনডা ধবধবা কাগজের মতন ফরসা। মাইনষে যত কুটিল হয়, তাঁর খাওনের পাত্র ছোডো হয়, হাতে চামুচ ওডে। আরো বড় লোক হইলে আরো ট্যাহা হইলে ঐ ব্যাডাই এক খৈ দুই কামড়ে খায়। এইডা হইতাছে খাওনের ফ্যাশন। বুঝলা প্রফেসর?

www.nagorikpathagar.org

ফ্লোরিডার অরলান্ডো এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশনে অসীম বাবুকে বিশালদেহী ইমিগ্রেশন অফিসার পাসপোর্টের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো–

বিজনেস অর প্লেজার?

অসীম বাবু একটু থতমত খেয়ে প্রফেসরের দিকে তাকালেন।

বিজনেস। উই হাভ বিন ইনভাইটেড ইন ওয়ার্ল্ড টেক সামিট, হি ইজ মাই অ্যাসিস্ট্যান্ট। প্রফেসর পেছন থেকে বলে ওঠেন।

মে আই সি দ্যা ইনভাইটেশন লেটার? ইমিগ্রেশন অফিসার ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে।

শিওর, হেয়ার ইউ আর। কাগজগুলো বাড়িয়ে দেন প্রফেসর।

ঠকঠক করে বিকট শব্দে পাসপোর্টে সিল পড়লো।

ইমিগ্রেশন পার হয়ে লাগেজ সংগ্রহ করে এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়ার পথে হাঁটছেন দু'জন। প্রফেসর দেয়ালের ঘড়ি দেখে নিজের হাতঘড়ি ঠিক করতে করতে অসীম বাবুকে বলেন

ঘড়ির সময়টা ঠিক করে নেন।

অসীম বাবু মনোযোগ দিয়ে ঘড়ির সময় ঠিক করে নিলেন।

ঘড়ির সময় পাল্টালেই কিন্তু সব না। দেহঘড়ি বলে একটা ব্যাপার আছে, অসীম বাবু। কয়েকটা দিন একটু সমস্যা হবে আপনার। প্রফেসর বলেন।

যেই না মোর দ্যাহ তাঁর আবার ঘড়ি! আবার কী সমস্যা হইবো? বিরক্ত মুখে

www.nagorikpathagar.org

অসীম বাবু তাকান।

না মানে এখন বাংলাদেশে রাত, আমাদের দেহঘড়ি এখনো আমেরিকার সময়ের সাথে খাপ খায়নি। দিনে ঘুম পাবে আর প্যাঁচার মতো রাতে জেগে থাকবেন কয়েকদিন।

এইডা ভালো হইছে। আমার তো এমনিতেই রাইতে ঘুম হয় না। এহন হইবো, ভালাই।

হঠাৎ অসীম বাবু বিস্ফোরিত চোখে একদিকে আঙুল তুলে রীতিমতো চিৎকার করে ওঠেন।

ঐ ঐ ঐ সেই ভুয়া।

কী হলো? চিৎকার করছেন কেন? কোন ভুয়া? প্রফেসর বিহ্বলভাবে জিজ্ঞেস করেন।

আরে ঐ যে ভুয়া সাংবাদিকডা, আমারে চোখ মাইরা চইলা গ্যালো আর তুমি কিছু কইলা না! অসীম বাবু উত্তেজিত।

বলেন কি? চলুন তাড়াতাড়ি। দেখি তো, বেটাকে ধরতে পারি কিনা? প্রফেসর এবার অসীম বাবুর হাত ধরে প্রায় দৌড় শুরু করলেন।

ওয়েলকাম টু অ্যামেরিকা!! প্রফেসর হোয়াটস আপ? চোখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে এলো মাঝারি গোছের বৈশিষ্ট্যহীন এক ভদ্রলোক, শুধু একটু দুলে দুলে হাঁটেন এইটুকু যা।

হাই ডিকিন্সন। প্রফেসর একটু বিব্রতভাবে হাত ধরেন।

দৌড়াচ্ছিলে কেন? ডিকিন্সন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

আশ্চর্য বিষয়, সেই ভুয়া সাংবাদিকটা আমাদের সাথেই এসেছে। এইমাত্র আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল!!

বলো কী, এ তো সাংঘাতিক কথা। তোমাদের সাথে তাহলে এক প্লেনেই এসেছে? ডিকিন্সন মাথা নাড়তে থাকে।

সবচেয়ে অবাক ব্যাপার সে নিজেকে আর লুকাতে চাইছে না। থাকগে এতক্ষণে ঘুঘু পালিয়েছে। বরং চলো। তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেই, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট অসীম বাবু।

অসীম বাবু কিছুক্ষণ আগের উত্তেজনায় সব প্র্যাকটিস ভুলে-টুলে ডিকিন্সনের হাত ধরে বলে উঠলেন-

www.nagorikpathagar.org

হু আর ইউ?

একটুও বিব্রত না হয়ে ডিকিন্সন সপ্রতিভভাবে জবাব দিলো,

আই আম মিসেস ডিকিন্সন'স হাজব্যান্ড। অ্যান্ড ইউ?

অসীম বাবু এবার একটু ধাতস্থ হয়ে ডিকিন্সনের হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন–

মি টু!

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

কেমন লাগছে আমেরিকা, অসীম বাবু?

কিয়ের মধ্যে আইয়া পড়লাম, ঠিক বুঝতাছি না। তয় ঠিকই কইছো খুব গরম।

এখানে দুটো চমৎকার জায়গা আছে, ডিজনিল্যান্ড আর ইউনিভার্সাল স্টুডিও। সময় থাকলে ঘুরতে যাবো।

হেইডা আবার কী?

ডিজনিল্যান্ড একটা বাচ্চাদের থিম-পার্ক। আপনার চারপাশে কার্টুনের সব চরিত্র ঘুরে বেড়াবে। রূপকথার দেশের মতো। আর ইউনিভার্সাল স্টুডিও পৃথিবীর সেরা সিনেমা বানানোর প্রতিষ্ঠান। ওখানে সিনেমা কীভাবে বানানো হয় দেখতে পারবেন। বিখ্যাত সব সিনেমার চরিত্রগুলো আর সেট দেখতে পারবেন।

দেখুম, তয় আমাগো সিনেমা দ্যাখবো কেডায়?

দু'জনে একটু ঘুরতে বেরিয়েছেন সকালটা। ঘুরতে ঘুরতে অরল্যান্ডো ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে এসেছেন। লাঞ্চের পরে ডিকিন্সন আসবে। ওয়েদার মেকারটাকে একসাথে জোড়া লাগিয়ে চালিয়ে দেখা হবে সব ঠিক আছে কিনা? একটা দিন মাঝখানে দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি কাটানোর জন্য রেখেছিলেন। অসীম বাবুর কুত্তা হোটেলের আতিথেয়তায় ভালোই আছে, তাই তাকে বিরক্ত না করে অসীম বাবু আর প্রফেসর দু'জনেই বেড়াতে বেরিয়েছেন।

কিংকং-এর বিশাল ছবির দিকে অসীম বাবুকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে থাকতে দেখে প্রসেফর জিজ্ঞেস করেন–

কী ভাবছেন এতো মনোযোগ দিয়ে?

www.nagorikpathagar.org

আচ্ছা প্রফেসর, তুমি কও তো, এই গরিলাডার নাকের ফুঁডা এতো বড় হইলো ক্যান?

এটা গরিলা না, কিংকং, গরিলার চাইতে একশ' গুণ বড়, একটা কল্পিত চরিত্র। তবে ঠিক এটা গরিলার মতো দেখতে। গরিলারা মানুষের নিকটাত্মীয়, বিবর্তনের ফলে...। প্রফেসর কথা শেষ করতে পারে না।

আরে রাহো, খালি লেকচার। অর আঙুলগুলান দ্যাখছো?

হ্যাঁ দেখেছি।

ঐ গোবদা গোবদা আঙুলগুলান দিয়া খুঁটাইতে গ্যালে নাকের ফুঁডা এমন বড়ই লাগবো। অসীম বাবু গম্ভীরভাবে রায় দেন।

না হেসে আর থাকতে পারে না প্রফেসর। হো হো করে চারিদিক কাঁপিয়ে হেসে ওঠেন তিনি।

আমার একডা ছাতা কিনন লাগবো। আমেরিকান ছাতা। অসীম বাবু আবদার করেন।

আমেরিকানরা ছাতা বানায় না। প্রফেসর গম্ভীর মুখে বলেন।

কী কও? অরা বানায় কি তাইলে?

যুদ্ধের অস্ত্র। যুদ্ধের অস্ত্র বিক্রির দিক থেকে আমেরিকা পৃথিবীর এক নম্বর। আপনার লাগবে?

আমি ছাতা চাইছি ছাতা দেহাও, বন্দুক দিয়া আমি কী করুম?

দেখবেন ছাতাটা হয়তো চীন থেকে এসেছে। প্রফেসর বলেন।

প্রফেসর তোমার বন্ধু ডিকিন্সনের ইংরেজি ঠিক আমেরিকান গো মতো শুনায় না, তাই না?

আমেরিকা হচ্ছে গ্রেট মেল্টিং পট। সব জাতি এখানে এসে মিশে আমেরিকা নামে এই মহান দেশ তৈরি করেছে। এখানে সব ধরনের অ্যাকসেন্ট পাবেন। ডিকিন্সন এসেছে পূর্ব ইউরোপ থেকে, তবে এখন সে পুরোদস্তুর আমেরিকান।

আচ্ছা প্রফেসর, তুমি খেয়াল করছো, আমেরিকাতে সব কিছুই বড় বড়। এই যেমন বার্গার বড়, কোকাকোলার গ্লাস বড়, রাস্তা বড়, বিল্ডিং বড়।

হ্যাঁ, কারণ ওদের স্বপ্ন বড়।

তয় মানুষগুলাও বড়। সবাই দেহি হেই মোডা মোডা।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকাতে একটা দোকান আছে, 'বিগ এন্ড টল'। সেখানে সব ওভার সাইজের কাপড়-চোপড় বিক্রি হয়। তবে এই রকম বডিবিল্ডারও পাবেন। 'টারমিনেটর' ছবির প্রমাণসাইজ আর্নল্ড শোয়ার্জনিগারের স্ট্যাচু দেখিয়ে প্রফেসর বলেন।

আমার কাছে এই বডিবিল্ডার আর হেই মোডা একই।

কীভাবে? এই বডিবিল্ডারের শরীরের গঠন দেখেছেন? দেখুন গ্রীক ভাস্কর্যের মতো পেশী।

হ দ্যাখছি। বডিবিল্ডার আর হেই মোডা এই দুইডার শইলে মডামুডি তিন মণ মাংস আছে। তয় এই বডিবিল্ডারের শইলে মাংসগুলান জায়গা মতো লাগছে, আর ঐ মোডাটার গায়ে মাংসগুলান জায়গা মতো লাগে নাই, এইডাই যা ফারাক।

ঠকঠক করতে করতে সাদা ছড়ি হাতে এক লোক হেঁটে আসছিল। সে একেবারে অসীম বাবুর গায়ের ওপরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ছড়ি হাতে লোকটি সামলে নিলেও অসীম বাবু পপাৎ ধরণীতল। অসীম বাবুর নতুন কেনা ছাতাটা ছিটকে দূরে গিয়ে পড়লো। অসীম বাবুকে তুলতে তুলতে হঠাৎ ছড়ি হাতে লোকটির দিকে প্রফেসর টাবুল একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন, কেন যেন মনে হয় কোথায় দেখেছি।

আমারে না ধইরা ঐ বেক্কলডার দিকে দ্যাকতাছো কিডা? অসীম বাবু বিরক্ত।

দেখুন তো এই লোকটাকে আগে কোথাও দেখেছেন কিনা? নির্বিকারভাবে সাদা ছড়ি হাতে লোকটা তখনো হেঁটে যাচ্ছে। একটা বাঁক ঘুরেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

বুঝুম কেমনে, মুখ তো দ্যাখি না। ছাতাটা তুলতে তুলতে অসীম বাবু বললেন।

আসুন তো দেখি। প্রফেসর দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বলেন।

জোর কদমে হেঁটে বাঁক পর্যন্ত গিয়ে লোকটার টিকিটার দেখা পাওয়া গেল না। যেন ভোজবাজির মতো উবে গেছে।

একজন ফিজিক্যালি চ্যালেইঞ্জড এত দ্রুত পালাতে দেখেছেন? যে কিনা তার উপর ভালো করে দেখতে না পেরে আপনার গায়ের ওপর পড়ে গেলো। আমাদের ভালো করে কাউকে দেখিয়ে দেবার জন্য এই লোকটা নাটকটা করলো বলেই তো মনে হচ্ছে।

প্রফেসর গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

www.nagorikpathagar.org

আপনার একজন গেস্ট এসেছিলেন। রিসিপশন থেকে একটা কাগজ এগিয়ে দেয়।

কাগজে একটা ছোট নোট। আর একটা নভোটেল হোটেলের কার্ড।

লেখা আছে :

আপনার সাথে দেখা করা দরকার। আমি নভোটেলে উঠেছি।

লিওনিদ।

লিওনিদ এখানে এসেছিল কেন? প্রফেসরের কপাল কুঁচকে থাকে।

কও কী, হ্যায় এহানেও আইছে?

ওর তো এখানে আসার কথাই। সেরকম তো ডিকিন্সন বলেছিল। কিন্তু আমার সাথে তার কী দরকার?

গুড আফটারনুন মাই ফ্রেন্ড। দিস ইজ মিসেস ডিকিন্সন'স হাজব্যান্ড। হাস্যোজ্জ্বল ডিকিন্সন এগিয়ে আসেন।

তুমি অনেকদিন বাঁচবে। তোমার কথাই হচ্ছিলো।

আমার সম্পর্কে? তবে ভালো কথা নিশ্চয়? ডিকিন্সনের মুখে কৌতুক।

হ্যাঁ, তা তো বটেই। তোমার বন্ধু লিওনিদ এসেছিল আমার সাথে দেখা করতে। এই দেখো। কাগজটা এগিয়ে দেন প্রফেসর।

কাগজটা হাতে নিয়ে পড়তে পড়তে মুখ গম্ভীর করে ফেলে ডিকিন্সন।

লিওনিদের তোমার সাথে কী কাজ থাকতে পারে বুঝতে পারলাম না। ডিকিন্সন বলে।

www.nagorikpathagar.org

আরো আছে বন্ধু, আমাদের তো রীতিমতো কেউ ফলো করছে। সকালের ঘটনা খুলে বললো প্রফেসর।

ডিকিন্সন আরো গম্ভীর হয়ে উঠলো। কয়েকটা ফোন করে ডিকিন্সন বলে–

চলো, আমরা কাজে লেগে পড়ি। এসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে।

একটা আলাদা হলরুম ভাড়া নেয়া হয়েছে, সব চেয়ার-টেবিল সরিয়ে ফেলা হয়েছে। দু'জন মোটামুটি গলদঘর্ম হয়ে ওয়েদার মেকারটা আবার জোড়া লাগিয়েছে। ডিকিন্সনের অসীম কৌতূহল আর ধৈর্য। এক এক করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখছে আর চিৎকার করে উঠছে কংগ্রাচুলেশন্স, ইউ আর গ্রেট এসব বলে।

এবার আসলো যন্ত্র চালিয়ে পরীক্ষার পালা। প্রথমে হলো তুষারপাত। টিউবগুলোর মধ্যে শুরু হলো সবুজ আলোর নাচানাচি। হিম হিম ঠাণ্ডায় জমে আসে চারিদিক। চশমার কাঁচ ঘোলা হয়ে আসে অসীম বাবুর। ঠাণ্ডা ভুলে দম বন্ধ করে থাকেন অসীম বাবু। ছোটবেলায় দেখেছেন শিমুল ফুল ফেটে তুলো ছড়িয়ে পড়তে? ঠিক তেমন রোঁয়া রোঁয়া সাদা সাদা কী যেন নেমে আসছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন অসীম বাবু। তার বিস্মিত দৃষ্টির মধ্যেই একটা পেঁজা তুলার মতো তুষারকণা পড়লো অসীম বাবুর কপালে, এর পর হাতে, পড়ছে তো পড়ছেই। অসীম বাবু শিশুর মতো সারা ঘরে ছুটছেন। বরফ দেখবেন না সেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে নেই আর।

ডিকিন্সন স্তব্ধ। এর পরে রুক্ষ তাপদাহ, হিম কুয়াশা, তারপর ঝড়, এরপর বৃষ্টি। ডিকিন্সন বিহ্বল।

রুমডারে তো একেরে মাখাইয়া ফালাইছ। তোমার যেন ফাইন না কইরা দেয় আবার। অসীম বাবু গম্ভীরভাবে বলেন।

তা অবশ্য ঠিক। খোলা জায়গায় করলে বোধ হয় ভালো করতাম। প্রফেসর বলেন।

মাই ফ্রেন্ড, দিস ইজ অসীম। আমি হোটেলকে বলে দেবো। যদি ক্ষতিপূরণের কথা বলে আমি দেখবো। এটা একটা অসম্ভব সৃষ্টি। তুমি হয়তো জানো না যে, বিজ্ঞানের এযাবৎকালের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের একটা। আমি যা ভেবেছিলাম এটা তার চাইতেও অনেক বেশি। তুমি তো কালকে একেবারে মাত করে দেবে। ডিকিন্সন ধীরে ধীরে বলে।

কালকের প্রোগ্রাম বলো। প্রফেসর জানতে চান।

আমি আজ রাতে টাম্পা যাবো। কাল সকালে সরাসরি কনফারেন্স সেন্টারে চলে

www.nagorikpathagar.org

আসবো। তোমার ওয়েদার মেকারটাকে এভাবেই সরাসরি নিয়ে যাবার জন্য কাল সকাল ৭টায় একটা কাভার্ড ভ্যান নিয়ে চলে এসো কনফারেন্সে। হোটেলে বললেই ওরা একটা ভালো ভ্যান জোগাড় করে দেবে। আচ্ছা ঠিক আছে; আমিই বলে দিচ্ছি ওদের। ডিকিন্সন বলে।

রুমে তালা লাগিয়ে চাবিটা নিজের পকেটে রাখেন প্রফেসর। বাইরে কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী দেখে প্রফেসর অবাক হন।

ডিকিন্সন হেসে বলে,

ওদের আমি ঠিক করেছি কনফারেন্স সেক্রেটারিয়েটকে বলে। দু'জন তোমাদের সাথে আর দু'জন এখানে পাহারায় থাকবে কাল পর্যন্ত; এর মধ্যে যেন কোনো সমস্যা না হয়। হোটেলে বলে রেখো এই রুমটা তোমার কালকেও লাগবে।

চারিদিক হঠাৎ করে গুমোট হয়ে আসে। অসীম বাবুর দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠেন অসীম বাবু।

হায় ভগবান, রাইতটা ভালোয় ভালোয় পার কইরা দাও। অসীম বাবু আকুল হয়ে বলেন।

www.nagorikpathagar.org

রাতটা ভালো মতোই কোনো অঘটন ছাড়াই কেটে গেল। কিন্তু রাতের এই ঘুম কারোরই ভালো হয়নি, এমনিতেই জেট ল্যাগ আর তার ওপরে এই অহেতুক উত্তেজনা। সন্ধ্যার পর থেকেই ডিকিন্সন কয়েকবার ফোন করে খোঁজ নিয়েছে। লিওনিদকে অনেকবার ফোন করেও নভোটেলে তাঁর রুমে পাওয়া যায়নি। অসীম বাবু এর মধ্যে রাতে দুবার বিছানা থেকে উঠে ওয়েদার মেকার দেখে এসেছেন, পেছনে ছায়ার মতো ঘুরেছে এক সশস্ত্র পাহারাদার।

বিছানায় শুয়েই অসীম বাবু দুঃস্বপ্ন দেখলেন। স্যার জগদীশ বসু উদাস হয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছেন; আর দামি জামা-কাপড় পরা পেট মোটা, বেঁটে, কালো মতো একটা লোক বলছে– ভাই ভাই, আপনি না দিলে কে দেবে ভাই। স্যার জগদীশ কিছু বলছেন না দেখে লোকটা 'ভাই ভাই' করতে করতে কাঁদতে শুরু করলো। মোটা-কালো লোকটার পেছনে একটা ছুঁচোর মতো মুখের লোক সারাক্ষণ বলতে থাকলো–হ্যাঁ, ঠিকই তো, হ্যাঁ ঠিকই তো, আপনি না দিলে কে দিবে? এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ধড়মড় করে জেগে উঠলেন অসীম বাবু।

সকালে ওয়েদার মেকার ধরাধরি করে ভ্যানে তোলা হলো। ভেতরে বসলেন অসীম বাবু আর প্রফেসর। এবার সাথে আছে অসীম বাবুর বিখ্যাত কুকুর।

অরা আইবো না? অসীম বাবু সশস্ত্র পাহারাদারদের দেখিয়ে জানতে চান।

না। আর দরকার নেই, আমরা তো সাথেই যাচ্ছি আর ওখানে তো কনফারেন্সের

www.nagorikpathagar.org

নিজস্ব সিকিউরিটি থাকবে।

ভ্যান চলতে শুরু করলো। প্রায় আধা ঘন্টার পথ। কেমন যেন এখন ঘুম পাচ্ছে অসীম বাবুর। গত রাতের ঘুমের সমস্যার কারণেই এই আধা ঘন্টার ঘুমটা মন্দ হয় না। অসীম বাবুর সাথে ঝিমাচ্ছে কুত্তাটাও। ওরও কি জেট ল্যাগ? কোথায় যেন পড়েছিলেন; ঘুম না হওয়া মানে তোমার জমা হচ্ছে ঘুমঋণ। ঘুমিয়েই সেই ঋণ শোধ দিতে হবে। মনে হচ্ছে অনেকদিন ঘুমাননি অসীম বাবু। ঋণ জমে আছে মনে হয় অনেক। কুকুরের কি অনেক ঘুমঋণ? শেষবারের মতো অসীম বাবু দেখলেন তাঁর কুত্তাটা নেতিয়ে পড়লো কেমন যেন অস্বাভাবিকভাবে।

কুকুরের ডাকে আর চাটাচাটিতে ঘুম ভাঙলো অসীম বাবুর। প্রফেসর এখনো অদ্ভুতভাবে শুয়ে আছেন। আশেপাশে কিছু নেই। শুধু সাপের মতো একটা রাস্তা নিশ্চুপ শরীর নিয়ে এলিয়ে পড়ে আছে যেন। ভ্যান নেই, ওয়েদার মেকার নেই। হু হু করে হল্কা দিয়ে বাতাস বইছে। প্রফেসর কি বেঁচে আছেন? সব কিছু কেমন যেন আধা ঘুম আধা স্বপ্ন মনে হয়। বুক ভেঙে কান্না আসে অসীম বাবুর। হাঁটু ভেঙে বসে নিঃস্বের মতো দু'হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কাঁদতে থাকেন অসীম বাবু।

কুকুরটা একনাগাড়ে প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে তীব্র স্বরে ঘেউ-ঘেউ করে যাচ্ছে। কুকুরের একটানা ঘেউ-ঘেউ, অসীম বাবুর কান্না আর হু হু বাতাস নৈঃশব্দকে ছাপিয়ে এক অপার্থিব পরিবেশ তৈরি করেছে। হঠাৎ কুত্তাটা অসীম বাবুর জামা ধরে টানতে থাকে। অসীম বাবু তাকিয়ে দেখেন প্রফেসর উঠবার চেষ্টা করছেন। প্রফেসর তাহলে বেঁচে আছেন? সব হারানোর বেদনা তুচ্ছ হয়ে যায়। অসীম বাবু দৌড়ে এসে প্রফেসরকে ধরে উঠতে সাহায্য করেন।

প্রফেসর এইডা কী হইলো? আমাগো অজ্ঞান কইরা মেশিন নিয়া ভাগছে বদ্‌গুলো। আর আমাগো কনহানে ফালাইয়া দিয়া গ্যাছে দ্যাহ। অসীম বাবু কাঁদতে কাঁদতে বলেন।

পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে প্রফেসর বলেন–

মানিব্যাগ, ফোন, ক্রেডিট কার্ড সবকিছুই তো নিয়ে গেছে।

আরে রাহো তোমার ফোন আর টাহা-পয়সা। জানে যে মারে নাই হেইডাই বড়। তয় টাহার চিন্তা কইরো না। টাহা-পয়সা তো হাতের ময়লা, তাই আমি পায়ের নিচে টাহা থুই। হেইডা বদগুলা দ্যাহে নাই। কয়েকশ' ডলার হাতে নিয়ে প্রফেসরের দিকে বাড়িয়ে দেন অসীম বাবু।

প্রফেসর কোনো কথা না বলে রাস্তার দিকে হাঁটতে থাকেন।

www.nagorikpathagar.org

আরে যাও কই। অসীম বাবুও প্রফেসরকে অনুসরণ করেন। কুত্তা অনুসরণ করে তার প্রভুকে।

হাইওয়েতে কিছুদূর পরপর টেলিফোন থাকে ইমারজেন্সির জন্য। চলুন দেখি পাওয়া যায় কিনা। প্রফেসর হাঁটতে হাঁটতে বলেন।

তুমি কি পুলিশকে বলবা?

হাইওয়ে ফোন থেকেই পুলিশকে জানাবো। তারপর চলুন হোটেলে যাই। ডিকিন্সনকে ফোন করা দরকার।

ফোন পাওয়া গেল। পনেরো মিনিটের মধ্যে পুলিশের গাড়ি এসে তুলে নিল দু'জনকে। পুরো ঘটনা কয়েকবার শুনলো, কথা রেকর্ড করলো, নোট নিলো তারপর বললো–চলো তোমাদের হোটেলে নামিয়ে দেই। সামনের সিটে দু'জন পুলিশ, অবিরাম ওয়্যারলেসে কথা ভেসে আসছে, সাইরেন বাজছে। সামনের সিটের পুলিশ দু'জন মাঝে মাঝে ওয়্যারলেসের মেসেজের উত্তর দিচ্ছে। ছুটে চলছে গাড়ি, পেছনে দু'জন নিশ্চুপ বসে আছে। দু'জনের মাঝখানে কুত্তা, হাজারো চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে দু'জনের মনে। বাইরে তাকিয়ে দু'জনেই মনের ভাব লুকানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে।

হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন প্রফেসর। ওয়্যারলেসে ভেসে আসছে এক ম্যাসেজ। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চেষ্টা করছেন প্রফেসর। এবার আরো একটু স্পষ্ট শুনতে পান অসীম বাবু 'ডিকিন্সন' শব্দটি। ওয়্যারলেসে ভেসে আসছে– বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডিকিন্সন টাম্পা থেকে ওরল্যান্ডো ফেরার পথে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাঁর স্বচালিত গাড়িটি দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়েছে বলে ধারণা পুলিশের।

ডিকিন্সনকেও ওরা মেরে ফেলেছে। শান্ত স্বরে প্রফেসর বলেন।

কও কী? চিৎকার করে উঠতে গিয়ে অসীম বাবু সামলে নেন নিজেকে।

পুরো ব্যাপারটা কেমন যেন হয়ে গেলো। এসব যে কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে? ওয়েদার মেকারটাকে এখন অভিশপ্ত মনে হচ্ছে।

চুরিচামারি তো আমাগো দ্যাশের ছ্যাঁচড়ারা করে। আমেরিকাতে ছ্যাঁচড়া আইলো কই থাইকা। অসীম বাবু বলেন।

প্রফেসর আবার গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। হু হু করে গাড়ি ছুটে চলছে। ওয়েদার মেকার চুরির কিছুক্ষণের মধ্যে ডিকিন্সনের দুর্ঘটনায় মৃত্যু সব কিছু ওলট-পালট করে দিলো। ঘন্টাখানেক পর হোটেলের লবিতে এসে গাড়ি থামলো। লবিতে বেশ কয়েকজন পুলিশ। গাড়ি থেকে নামতেই একজন পুলিশ

www.nagorikpathagar.org

এগিয়ে এলো অসীম বাবুর দিকে।

প্রফেসর, উই হ্যাভ এ ব্যাড নিউজ। উই ফাউন্ড দ্যা রিয়েল ড্রাইভার অব দ্যা ভ্যান দ্যাট ইউ হায়ার্ড। উন্ডেড।

আই অ্যাম প্রফেসর টাবুল। ইয়া, আই আপ্রিহেন্ডেড দ্যাট। প্রফেসর এগিয়ে এসে পুলিশকে বলেন।

আসল ড্রাইভারকে মেরে নকল ড্রাইভার আমাদের যন্ত্র নিয়ে পালিয়েছে। যাক, আপনি রুমে গিয়ে রেস্ট নিন। প্রফেসর অসীম বাবুকে বললেন।

আমি রেস্ট নিমু না। তুমি এখন কী করবা কও।

প্রথমে কনফারেন্স সেক্রেটারিয়েটে কথা বলবো। পুরো বিষয়টা জানাবো, এরপর লিওনিদের খোঁজ নেবো। আমার মনে হয় এই সব কিছুর সাথে লিওনিদের সম্পর্ক আছে।

তাই বইলা মানুষ মাইরা ফালাইবো? এগুলো তো হাড়বজ্জাত।

প্রফেসর দ্রুত কয়েকটা ফোন করে নিলেন। কনফারেন্স সেক্রেটারিয়েট ডিকিন্সনের মৃত্যুর খবরে হতবিহ্বল, এর পাশাপাশি ওয়েদার মেকার ডাকাতি হওয়ার খবরে ওরা একদম নির্বাক হয়ে গেল।

পুলিশের লোকগুলো বারবার এসে নানারকম জেরা করতে থাকলো। এর মধ্যে প্রফেসর লিওনিদের দেয়া নম্বরে ফোন দিলো। হোটেলের রিসেপশন থেকে জানালো লিওনিদ হোটেল ছেড়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। প্রফেসর নিশ্চুপ হয়ে বসে পড়লেন। হঠাৎ প্রফেসর গা ঝেড়ে উঠে গটগট করে বিজনেস সেন্টারের দিকে এগুলেন। অসীম বাবু কিছু বুঝতে না পেরে পিছু নিলেন।

মে আই ইউজ ইউর ইন্টারনেট?

বিজনেস সেন্টারের মুখে বসে থাকা মেয়েটাকে প্রফেসর জিজ্ঞেস করেন। হ্যাঁ-সূচক জবাব পেয়ে প্রফেসর কম্পিউটারে বসে কপাল কুঁচকে খটাখট কি-বোর্ডে টাইপ করতে শুরু করলেন, এক ওয়েবপেজ থেকে আরেক ওয়েবপেজে। কয়েকটা প্রিন্ট আউট নিয়ে এক দৌড়ে পুলিশের কাছে গিয়ে হাত-পা নেড়ে কীসব বলতে শুরু করলেন।

কুকুরটা ভুক ভুক করতে করতে প্রফেসরের পেছনে দৌড় দিলো। অসীম বাবু হাঁপাতে হাঁপাতে প্রফেসরকে অনুসরণ করতে করতে দেখলেন প্রফেসর কাগজগুলো পুলিশকে দেখিয়ে কী যেন বোঝানোর চেষ্টা করছেন অধৈর্য হয়ে। একটু পর পুলিশ মাথা নেড়ে সম্মতি দিলো মনে হলো। কয়েকজন ব্যস্ততার

www.nagorikpathagar.org

সাথে ওয়্যারলেসে কথা বলতে শুরু করলো। অসীম বাবু প্রফেসরের কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথেই কয়েকটা পুলিশের গাড়ি সাইরেন বাজিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। প্রফেসর কোনো কথা না বলে অসীম বাবুর হাত ধরে টেনে একটা গাড়িতে উঠে পড়লো। অসীম বাবুর কুত্তা প্রভুকে অনুসরণ করলো। পুলিশের গাড়ি সাইরেন বাজিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললো।

www.nagorikpathagar.org

উত্তেজিত প্রফেসরকে দেখে কোনো কথা জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না অসীম বাবুর। অনেকক্ষণ কৌতূহল চেপে রেখে অবশেষে অসীম বাবু জিজ্ঞেস করলেন,

প্রফেসর, আমরা যাইতাছি কই? এড্ডু কইবা?

এয়ারপোর্টে। লিওনিদ হোটেল ছেড়ে এয়ারপোর্ট যেতে পারে। যদি এসব কিছুর সাথে লিওনিদের সম্পর্ক থাকে তবে সে আজকেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইতিহাদের একটা ফ্লাইট ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ যাচ্ছে। সেই ফ্লাইটেই লিওনিদ পালাতে পারে বলে ধারণা করছি। ওদের অনেক বুঝিয়ে রাজি করিয়েছি। পুলিশকে দেখিয়ে প্রফেসর বলেন।

প্রফেসর, উই চেকড দ্যা নেমস ইন অল আউট গোয়িং ফ্লাইটস। দেয়ার ইজ ওয়ান নেমড লিওনিদ ইন প্যাসেঞ্জার লিস্ট। বাট হি ইজ গোয়িং টু ইউ কে নট টু কিয়েভ। ইউ স্টিল ওয়ান্ট টু গো? একজন পুলিশ মাথা ঘুরিয়ে বলে।

ইয়েস, প্লিজ প্রসিড টু এয়ারপোর্ট। প্রফেসর বলেন।

ওকে। এনিওয়ে, উই আর কিপিং অ্যান আই অন দিজ লিওনিদ। পুলিশ বলে।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছে প্রফেসরের দলটি। প্রফেসর পুলিশের কাছাকাছি না থেকে অনুসরণ করতে অনুরোধ করেন। পুলিশ প্রফেসর আর অসীম বাবু দু'জনের হাতে দুটো বিশেষ আইডি কার্ড গুঁজে দেয়। এখন যেন কোনো উত্তেজনা নেই প্রফেসরের। বেশ আমুদে ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ফ্লাইটের বিশাল মনিটরের সামনে এসে দাঁড়ান। পাশাপাশি দাঁড়ান অসীম বাবু আর প্রভুর পাশে বিশ্বস্ত কুত্তা।

www.nagorikpathagar.org

উৎসুকভাবে লন্ডনগামী ফ্লাইট মনিটরে খুঁজে বের করেন প্রফেসর। গেট নম্বর J-24, ফ্লাইট ছাড়বে আধঘন্টা পরে। চল্লিশ মিনিট পরে ছাড়বে কিয়েভের ফ্লাইট, গেট নাম্বার A-12। নাম্বারগুলো টুকে নেন প্রফেসর। এবার একটু জোরে পা চালিয়ে হাঁটতে থাকেন প্রফেসর। ইমিগ্রেশন গেটে আইডি কার্ড জাদুর মতো কাজ করে; একটু দেখালেই হলো, কেউ কোথাও বাধা দেয় না। গেটে ঢোকার আগে লম্বা সিকিউরিটি চেক। এখানেও জাদুর কার্ড কাজ দেয়। পেছনে ছায়ার মতো কয়েকজন পুলিশ আসছে, যদিও কেউ বুঝতে পারবে না পুলিশ প্রফেসরকেই ফলো করছে।

গেট নাম্বার J-24 দিয়ে যাত্রীরা ঢুকে পড়েছে প্রায় সবাই। একটু পরেই বোর্ডিং। অসীম বাবু প্রফেসরের হাত খামচে ধরেন।

ঐ যে, সে ভুয়া সাংবাদিকডা। আঙুল উঁচিয়ে মাঝারি উচ্চতার একটা ফর্সা গোলগাল চেহারার লোককে দেখিয়ে দেন অসীম বাবু। উল্টো দিকে মুখ করে J-24-এর গেটে নিরুদ্বিগ্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার মাথার পেছনে একটা গোল মতো টাক দেখা যাচ্ছে।

পুলিশকে কৌশলে লোকটাকে দেখিয়ে দেন প্রফেসর। মুহূর্তের মধ্যেই খটাখট শব্দ তুলে একদল পুলিশ আর সাদা পোশাকের লোক পিস্তল তুলে ঘিরে ধরলো লোকটাকে। লোকটা একটুও বিচলিত না হয়ে পুলিশকে জিজ্ঞেস করলো,

আমার অপরাধ কী?

আপনাকে আমাদের সাথে আসতে হবে। একজন পুলিশ বলে।

চলুন। কিন্তু আমার অপরাধটা জানতে চাই।

আপনাকে একটা চুরি এবং সম্ভাব্য খুনের ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।

ও আচ্ছা, চলুন, তবে দেখবেন আমি যেন ফ্লাইট মিস না করি। লোকটা এই বলে হাঁটতে শুরু করে। পথে অসীম বাবুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটা দাঁড়ায়। অসীম বাবুকে বলে–

আপনি কি পুলিশ ডেকেছেন?

হ, ডাকছি। তুমি ভুয়া সাংবাদিক। ভুয়া পরিচয় দিয়া আমার লগে দেখা করছিলা। অসীম বাবু চিৎকার করে বলেন।

দেখুন, আমি একজন প্রকৌশলী, আপনার কাছে ভুয়া পরিচয় দেবো কেন? আপনি আমার প্রতিষ্ঠানে খোঁজ করলেই জানতে পারবেন। আমার মনে হয় আপনারা গুরুতর ভুল করছেন, আমার জরুরি অ্যাসাইনমেন্ট আছে লন্ডনে।

www.nagorikpathagar.org

ফ্লাইট মিস করলে খুব সমস্যা হবে। হেয়ার ইজ মাই অফিস ইন আমেরিকা, প্লিজ কল দেম। লোকটা একটা বিজনেস কার্ড এগিয়ে দেয় পুলিশের দিকে।

কার্ডে লেখা–

লিওনিদ বিশ্বাস, পরামর্শক, জিল অ্যান্ড লিওনিদ ইঞ্জিনিয়ার্স।

আপনি আমার হোটেলে এসেছিলেন? প্রফেসর জানতে চান।

মোটেও না। আমি আপনার কাছে যাবো কেন? আমি তো আপনাদের চিনিই না। লোকটা বলে।

আপনি ভুল করেননি তো? অসীম বাবুর কানে কানে ফিসফিস করে জানতে চান প্রফেসর।

প্রফেসর, আমি মরণের আগেও এই মুখ ভুলুম না। অসীম বাবু জোর দিয়ে বলেন।

লিওনিদ নামে পরিচয় দেয়া লোকটি বারে বারে সামনের মনিটরের দিকে তাকাচ্ছে। কী যেন একটা ব্যস্ততা। ব্যাপারটা লক্ষ্য করেন প্রফেসর।

দিস ইজ ফাইনাল কল ফর অল প্যাসেঞ্জারস ট্রাভেলিং টু কিয়েভ। প্লিজ প্রসিড টু গেট নাম্বার A-12। মাইক্রোফোনে ভেসে আসে অ্যানাউন্সমেন্ট।

দেখুন, আমি বুঝতে পারছি আপনারা কোনো বিষয়ে আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমার মনে হয়, আপনারা খোঁজ নিলে ভুল ভেঙে যাবে। দ্রুত বলে ওঠে লিওনিদ নামের লোকটা।

প্রফেসর পাশের পুলিশের কানে কিছু বলেই অসীম বাবুর হাতে হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে দৌড় দিলেন। মনে হয় কুত্তাটাও উত্তেজিত, ভুক ভুক করতে করতে সেও ছুটলো ওদের পেছনে।

আরে খাড়াও, আরে খাড়াও বলতে বলতে অসীম বাবু এক হাতে ছাতা সামলাতে সামলাতে ছুটলেন।

www.nagorikpathagar.org

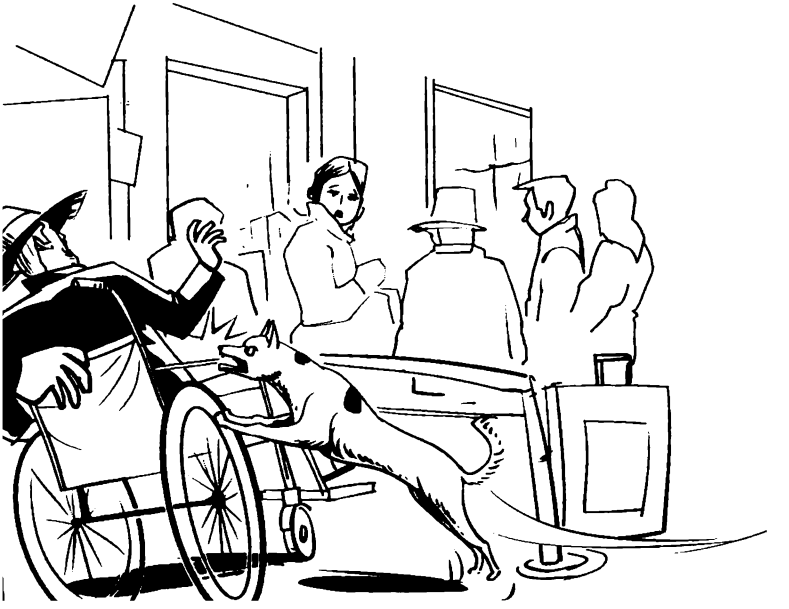

www.nagorikpathagar.org

গেট নাম্বার A-12 দিয়ে কিয়েভের যাত্রীরা বোর্ডিং ব্রিজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একটু আগে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রফেসর অসীম বাবু আর কুত্তাটাকে নিয়ে হাজির হয়েছেন। ওয়েটিং এরিয়াতে একে একে মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছেন প্রফেসর, যেন তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে একেকটা মুখ দেখছেন না একেকটা বই পড়ছেন প্রফেসর।

আমার মনে হচ্ছিলো, লিওনিদ নামের লোকটা বা আপনার ভুয়া সাংবাদিক আমাদের থামিয়ে রাখতে চাচ্ছিল। তাই দৌড়ে এখানে এলাম। লিওনিদ নামের লোকটার পরে আরেকটা ব্যবস্থা করা যাবে। প্রসেফর বলেন।

তয় এহানে কারে খুঁজবা?

আসল লিওনিদ। যে আমার ওয়েদার মেকার নিয়ে ভেগেছে। এবার আসুন। আবারো প্রফেসর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেন অসীম বাবুকে।

সেই ম্যাজিক আইডি কার্ডটা আবারো কাজে লাগে। বিনা বাধায় ভেতরে ঢুকে যায় সবাই। প্রথমে প্লেনে ঢুকবে ফার্স্ট ক্লাস তারপর বিজনেস ক্লাস, এরপর শিশুসহ পরিবার। অনেক মানুষ, ছেলে, বুড়ো, শিশু, মহিলা, অসুস্থ এর মধ্যে কাকে খুঁজবেন প্রফেসর? সবাইকেই বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হয় অসীম বাবুর। একে একে ঢুকছে যাত্রীরা। সর্তক দৃষ্টিতে সবার মুখ দেখছেন প্রফেসর। না কাউকেই বোধ হয় খুঁজছেন না প্রফেসর। প্রফেসরকে উদ্দেশ্যহীন বলে মনে হয় অসীম বাবুর। এতো লোকের মধ্যে কীভাবে চিনবেন সেই আসল লিওনিদকে? লিওনিদ কি আসলেই চুরি করেছে? লিওনিদকে কি প্রফেসর আগে দেখেছেন?

এক্সকিউজ আস। এক বৃদ্ধ যাত্রীর হুইল চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে এক শক্ত-সমর্থ

www.nagorikpathagar.org

মানুষ প্রফেসরকে সরে যেতে অনুরোধ করে। টুপি মাথায় কুঁজো হয়ে শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ বসে আছে হুইল চেয়ারে।

অসীম বাবুর কুত্তা ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। সবাই একটু বিরক্ত হয়। না হুইল চেয়ারে বোধ হয় কুত্তা আটকে গেছে। আবারো তারস্বরে ঘেউ-ঘেউ। অসীম বাবু দৌড়ে আসেন। এর মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়ে কুত্তা হুইল চেয়ারে বসা বৃদ্ধের উপর। এর পরে অনেকগুলো ঘটনা একের পর এক ছবির মতো ঘটতে থাকে। বৃদ্ধ হুইল চেয়ার ছেড়ে সরে যেতে চায়। কুত্তাটা বৃদ্ধের জামা কামড়ে ধরতে চায় সর্বশক্তি দিয়ে। বারে বারে লাফ দিয়ে উঠছে কুত্তা আর বৃদ্ধ লোকটা হাত দিয়ে কুত্তাটাকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। পুরো ওয়েটিং এরিয়াতে লোকটা

www.nagorikpathagar.org

ঘুরছে আর কুত্তাটা পেছন পেছন গর্জন করে যাচ্ছে। অন্যদের সম্বিত ফেরে, সবাই লোকটাকে সাহায্য করতে ছুটে আসে। কুত্তাটার গলার হারনেস ধরে ফেলে কয়েকজন। বৃদ্ধ লোকটা হাঁপ ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে হুইল চেয়ারের দিকে এগোয়। বৃদ্ধের হাঁটার ভঙ্গিটা তো খুব চেনা! আগে কোথাও দেখেছেন। অসীম বাবু মনে করার চেষ্টা করেন। অসীম বাবুর সামনে দিয়েই হেঁটে যাচ্ছে কুত্তার সাথে রণক্লান্ত বৃদ্ধ। একটু দুলে দুলে হাঁটা।

খাইছি তোরে। বদের লাডি। হুঙ্কার ছেড়ে অসীম বাবু ছাতা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন বৃদ্ধের ওপর। ঠাস ঠাস ঠাস অবিরাম পড়ছে ছাতার বাড়ি। আর অসীম বাবুর গালি।

তোরে আমি আইজকা হাগাইয়া ছাড়মু। চোরের বাচ্চা চোর। তুই মানুষ চিনস নাই। ঠাস ঠাস ঠাস। কুত্তাটা গর্জন করে হারনেস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়।

প্লিজ সেভ মি ফ্রম দিস ক্রেজি ম্যান। বৃদ্ধ কাতরাতে থাকে। ছিটকে গেছে টুপি, খুলে পড়তে শুরু করেছে নকল দাড়ি-গোঁফ।

আমি বিক্রমপুরের পোলা, আমার লগে ইতরামি। ঠাস ঠাস ঠাস ছাতা চলছে অবিরাম।

এবার ঠোঁট, কপাল ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে বৃদ্ধের। পুলিশ চলে এসেছে। চার-পাঁচজন মিলে অসীম বাবুকে থামাতে পারছে না। অবশেষে থামানো গেল অসীম বাবুকে। অসীম বাবুর শরীরে যেন অসুর ভর করেছে। চার-পাঁচজন ধরে থাকলেও হুঙ্কার দিয়ে আবারো বৃদ্ধের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করছেন। রক্তাক্ত বিধ্বস্ত বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালো। অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে প্রফেসর বৃদ্ধের দিকে তাকালেন।

প্রফেসরের চোখ বিস্ফোরিত।

ডিকিন্সন??? তুমি???

www.nagorikpathagar.org

সম্মেলন কেন্দ্রে একটু আগেই ওয়েদার মেকারের প্রেজেন্টেশন হয়ে গেলো। হলের মধ্যে ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত দেখে সবাই হতবাক। প্রেজেন্টেশন শেষ হবার সাথে সাথেই বিজ্ঞানী আর সাংবাদিকরা জেঁকে ধরলো অসীম বাবু আর প্রফেসরকে।

সাংবাদিক আর বিজ্ঞানীদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে পাশের ঘরে এসে প্রফেসর দেখলো কনফারেন্স আর পুলিশের লোকেরা অপেক্ষা করছে। কনফারেন্স প্রেসিডেন্ট উঠে এসে জড়িয়ে ধরলো প্রফেসর টাবুলকে।

প্রফেসর, তুমি এই চুরির রহস্যভেদ কীভাবে করলে? জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। কনফারেন্স প্রেসিডেন্ট জানতে চান।

ডিকিন্সনের মতো এতো ধুরন্ধর শয়তানের সাথে পেরে ওঠা মুশকিল। প্রফেসর বলেন।

ডিকিন্সনের লক্ষ্য ছিল প্রথমে ওয়েদার মেকারের ডিটেল ডিজাইনটা কব্জা করা। তাই বারে বারে মেইল করে আমার কাছে সেটা চেয়েছে। প্রথমে বলেছে কনফারেন্স সেক্রেটারিয়েট চাচ্ছে, পরে বলেছে নিজে পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন করবে। এটাতে যখন কাজ হয়নি তখন তার আবিষ্কার– লিওনিদ এবং ভুয়া সাংবাদিক। ততদিনে সে ঠিক করে ফেলেছে আমেরিকাতে সে আমার কাছ থেকে যন্ত্রটা দেখে নেবে। এবং সময় বুঝে চুরি করবে। তারপর কিয়েভে গিয়ে লিওনিদ সেজে ওয়েদার মেকারের আবিষ্কারের ঘোষণা দেবে। চুরির পর তার মূল কাজ ছিল নিরাপদে আমেরিকা থেকে বের হয়ে যাওয়া। এর জন্যই সেই ভুয়া সাংবাদিকের আবিষ্কার, যে বারবার অসীম বাবুর সামনে আসে। আর আমাদের মনে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে অন্য কেউ ওয়েদার মেকারটা চুরি করার চেষ্টা করছে। আমরা কল্পনাও করতে পারিনি ডিকিন্সন এইসব কুকর্মের

www.nagorikpathagar.org

হোতা। সেই সাংবাদিক লিওনিদ নামে লন্ডন যাওয়ার ফ্লাইটে টিকিট কাটে যেন আমরা লিওনিদকে আটকাতে গিয়ে ডিকিন্সনকে কয়েক মিনিটের মধ্যে পালানোর সুযোগ করে দিতে বাধ্য হই। এয়ারপোর্টে সেটাই সে করতে চেয়েছিল। কারণ, সে জানে আইন দিয়ে এই সাংবাদিককে অপরাধী প্রমাণ করা যাবে না। অসীম বাবুর কাছে ভুয়া পরিচয় দেয়াটাই তার একমাত্র অপরাধ, যেটা আদালতে প্রমাণ করা খুব কঠিন। লিওনিদ আমাদের আটকে রাখবে, আর এদিকে ছদ্মবেশে ডিকিন্সন ওয়েদার মেকার নিয়ে কিয়েভে পালাবে। এরপর সুবিধাজনক সময়ে চুরি করা ওয়েদার মেকার নিয়ে রঙ্গমঞ্চে হাজির হবে লিওনিদ নামে এই শয়তান ডিকিন্সন। আর লিওনিদের নাম-পরিচয় সে আগেই কনফারেন্সকে জানিয়ে রেখেছিল। এটাও জানিয়েছিল সে এই রকম একটা যন্ত্র বানিয়েছে। তাই কয়েকদিন পর সে এই যন্ত্র নিয়ে হাজির হলে কারো তেমন সন্দেহ হতো না।

বিরাট ষড়যন্ত্র হয়েছিল তোমার এই যন্ত্র নিয়ে। সত্যিই খুব সমস্যা হয়ে যেতো। প্রেসিডেন্ট বলেন।

পেটেন্ট নিয়ে সমস্যা হতো না। আমি বাংলাদেশে থাকতেই ওয়েদার মেকারের পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ডিএইচএল করে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ডিকিন্সন চেষ্টা করলেও এই আবিষ্কারের পেটেন্ট দাবি করতে পারতো না।

কিন্তু তুমি কীভাবে বুঝলে এই ফ্লাইটেই ডিকিন্সন পালাবে?

চোর যে ডিকিন্সন সেটা তো আগে জানতাম না। কিন্তু শুধু যন্ত্র চুরি করে সে কী করবে? তাকে এটার আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিতে হবে। সেই কৃতিত্ব একমাত্র ইউক্রেনের লিওনিদই নিতে পারবে। কারণ, এই নামটা আগেই ডিকিন্সন অনেকবার কনফারেন্স সেক্রেটারিয়েটকে বলেছে। তাই যে চুরি করেছে তাকে ইউক্রেনে যেতে হবে আজ বা কাল। তারপর নাম-ধাম পাল্টে নতুন পরিচয়ে আবির্ভূত হবে। ওয়েদার মেকার চুরি হওয়ার পর সেটাই প্রথম সরাসরি ফ্লাইট ছিল ইউক্রেনে যাওয়ার। তাই চোরের সেই ফ্লাইটটা বেছে নেয়াই যুক্তিযুক্ত। এয়ারপোর্টে লিওনিদ বিশ্বাসকে আটকানোর পর আমি দেখলাম সে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। তার মানে কোনো একটা কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে। সেই কোনো একটা কিছু হচ্ছে কিয়েভের প্লেন ছেড়ে যাওয়া। তাই চট করে চলে আসি সেখানে।

কিন্তু তুমি তো জানতে না যে ডিকিন্সন ছদ্মবেশে পালিয়ে যাচ্ছে।

হ্যা, তা জানতাম না। আমি খুঁজেছিলাম এমন কাউকে যে একটা চোরাই জিনিস নিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা আর অস্বাভাবিক আচরণ

www.nagorikpathagar.org

থাকাটাই স্বাভাবিক। আমি সেই রকম অস্থির আর অস্বাভাবিক কাউকে খুঁজছিলাম। ডিকিন্সন বুদ্ধিমান, সে হুইল চেয়ারে বসে এসেছে যেন অস্থিরতা কেউ দেখতে না পায়। অসীম বাবুর কুত্তা সেই কঠিন কাজটা করে দিয়েছে। কুত্তা না থাকলে ডিকিন্সন হয়তো পালিয়ে যেতো। প্রফেসর থামেন। কুত্তা লেজ নাড়তে নাড়তে প্রফেসরের গায়ে আহ্লাদে গা ঘষতে থাকে।

তোমার তো ডিটেকটিভ হওয়া উচিত ছিল প্রফেসর। হাসতে হাসতে প্রেসিডেন্ট বলেন।

বিজ্ঞান কি তাই নয় মিস্টার প্রেসিডেন্ট? আমরা তো এই জগতের রহস্য উদ্ধার করি, আর কিছু না। প্রফেসরও হাসতে হাসতে জবাব দেন। হাসিতে যোগ দেয় পুলিশও। বিজ্ঞানের সাথে পুলিশের কাজের তুলনায় তাঁরাও চমৎকৃত।

www.nagorikpathagar.org

কয়েকদিন পর অসীম বাবু প্রফেসর টাবুলের মিরপুরের ল্যাবে ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিচ্ছেন আর আহ আহ করে হুঙ্কার ছাড়ছেন। কুত্তা আবারো তার প্রভুর পায়ের কাছে বসে নিয়ম করে হাঁপাচ্ছে।

আচ্ছা অসীম বাবু, ছাতা দিয়ে ডিকিন্সনকে এতোটা পেটানো কি ঠিক হয়েছে? প্রফেসর বই থেকে মুখ না তুলে বলেন।

কও কী প্রফেসর, এইডা তো প্রফেশনাল হ্যাজার্ড। চোরে তো পিডা খাইবোই। চোর তো দুই কিসিমের। একডা অভাবের চোর, আরেকটা স্বভাবের চোর। অভাবের চোর পেটের জ্বালায় ঘটি-বাটি চুরি করে। আর আমরা ধইরা ওরে বাঁশডলা দেই। স্বভাবের চোর হইতাছে কোট-প্যান্ট পরা, অগো লোভ সীমাহীন, অগো আমরা কিছুই করবার পারি না। পুরা দ্যাশ চুরি করলেও অগো ক্ষিদা মিটবো না। অগো জন্যই এই ছাতা থেরাপি। পুলিশের জন্য তো মাইরটা শাস্তি কইরা দিবার পারি নাই।

আপনার ছাতাটা কিন্তু বেশ টেকসই। এতো পিটাপিটি করেও কিছু হয়নি। প্রফেসর বলেন।

হ, চায়নিজরা জিনিস বানাইছে একটা। অসীম বাবু ছাতাটা তারিফের দৃষ্টিতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেন।

ডিকিন্সন নিশ্চয় আপনাকে উদ্দেশ করে বলছে– 'বাংলাদেশ জিনিস বানিয়েছে একটা।'

হা হা হা, তা কইবার পারে। ওরে তো আমি ডবল ডোজ দিছি। তোমার যন্ত্র চুরির এক ডোজ আর স্যার জগদীশ বসুর আরেক ডোজ। ও বেডায় ঠিকই চিনছে আমারে। চিনবো না? আমি বিক্রমপুরের পোলা, আশি টাকা তোলা।

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

Weather Maker
by Pinaki Bhattacharya
Published by Sucheepatra
e-mail : saeedbari07@gmail.com
www.facebook.com/sucheepatra
www.rokomari.com/sucheepatra

ISBN 978-984-93387-9-6